শুনার পুত্র কাটে নিত্রিক হইয়া ॥ কিরূপ তাহার ভক্তি বলি-
বা অপনার । বেদব্যাস বর্ণনে জার আছয়ে বিস্তার ॥ সেই তু-
ষ্ট ধর্ম্মে কৃষ্ণ দরসন দিলা । পুত্র পাইল বৃত্ত ধর্ম্ম স্থাপন ক-
রিল ॥ অথ হরিশ্চন্দ্র ।

হরিশ্চন্দ্র পদে মোর বহু নমস্কার । বাল্মীকি পুরাণে জার আ-
ছএ বিস্তার ॥ রাজ্যস্বয় একাদশি করিল স্থাপন । তাহার
গুনানুবাদ অদ্ভুত কথন জত ধর্ম্ম দিল রাজা সত্য । সি-
রোমনি । স্ত্রীপুত্রে বেচিয়া রাজা হইলা পাটনি ।

অথ ময়ূরধ্বজ ।

ময়ূর ধ্বজ মহারাজা বড় পুন্যবান । তাহার চরণ দ্বয়ে অ-
সংখ্য প্রনাম ॥ একদিন অর্জ্জুন সহিত ভগবান । ব্রাহ্মণের
বেসে গেলা রাজা সন্নিধানে । দ্বিজ ধর্ম্ম দিল দাতা শুনে-
ছি শ্রবনে । ভিক্ষাতে আইলাম মোরা তব সন্নিধানে ॥
যদি ভিক্ষা দেও তবে কহিএ বিচার । তথাস্তু বলিয়া রাজা
কৈল অঙ্গিকার ॥ তখন কহেন বিপ্র শুনহ রাজন । সিং-
হেতে আমার পুত্রে করিল ধারণ ॥ মোর পুত্র রক্ষা হে-
তু নিজ মাংস দেহ । দক্ষিণ অঙ্গদেহ মোরে ছাড়ি বাম্য
মোহ । জে আজ্ঞা বলিয়া রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিল । দক্ষিণ
অঙ্গের মাংস কাটিতে লাগিল ॥ বামনয়নেতে অশ্রু বহে
ঝর ঝর । বাম্য মাংস না খাইব কহে দ্বিজবর ॥ কৃতাঞ্জ-
লি করি রাজা কহে নিবেদন । বাম চক্ষে অশ্রু বহে শুনহ
কারণ ॥ ধন্য২ দক্ষিনাঙ্গ কহে বাম অঙ্গ । এক দেহে রহি
কেন ভাগ্য হৈল ভঙ্গ ॥ তবে ধন্য করি হরি [illegible] প্রকা-
শিল । শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া রাজায় কৃতার্থ করিল ॥

অথ বস্তু দেব।

নমঃ২ বস্তুদেবের বৈষ্ণব রাজন। রাজ্য পরিত্যজ্য গেলা গহন কারণ॥ আহারের চেষ্টা নাহি রহে মৌন হইয়া। অন্ন পত্র রিক্তি করে বনেতে থাকিয়া॥ দৈবাধিন খাদ্য দ্রব্য যদি প্রাপ্ত হন। ক্ষুধার্থি দেখিলে তারে করে অর্পন॥ এই রূপে বহুদিন ভোজন বিহিন। চক্ষু মুদি কৃষ্ণ২ বলে রাম দিনরা। অস্থি চর্ম সার হৈল ভক্ত গত প্রাণ। হেনই সময় কৃষ্ণ হৈলা আবির্ভাব॥ দিন বন্ধু দয়াময় দিলা দরশন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কৌস্তুভ ভূষণ। গোবিন্দ দেখিয়া রাজা কৈলা প্রনিপাত। পতিত পাবন হরি অখিলের নাথ॥ প্রকাশ্য বৈকুণ্ঠ নৈল্যা সেথা জনার্দ্দন। পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলা দেব গণ।

অথ গুহক।

প্রনতি মিনতি করি গোহক চরণে। জারে মিতা বলি রাম দিলা আলিঙ্গণে॥ রামায়ণে বিস্তারিত গুহকু চরিত্র। গুহকের নাম লৈলে সেই জন পবিত্র। জটাবল্কু ধারি রাম গুহক দেখিল। সেই মত বেশ ধারি গুহক হইল॥ চতুর্দশ বর্ষ রাজা হইল অন্ধক। রাম বিনে অন্য মূর্ত্তি নাহেরে গুহক॥ সিতা উদ্ধারিয়া আইলা গোহক আলয়। গোহক অন্ধক দেখি কহে দয়াময়॥ কি লাগিয়া চক্ষু হিন গোহক রাজন। গুহক বলেন প্রভু তব অদর্শন॥ মিত্র বলি পদ্ম হস্ত চক্ষে বুলাইল। শ্রীঅঙ্গ পরশ মাত্রে দিব্য চক্ষু পাইল॥

অথ শ্বেতদীপ নিবাসি বক।

শ্বেতদীপ নিবাসির ভক্তের আখ্যান। শুনিলে চরিত্র তার দিব্য হয় জ্ঞান॥ অদ্ভুত বকের ভক্তি কে কহিতে পারে

কৃষ্ণ নাম না শুনিলে থাকে নিরাহারে ।। একদান ধনঞ্জয়
করিলো মনেতে । আমি শ্রেষ্ঠ ভক্ত সংসার মধ্যেতে
ইহা জানি অন্তর্যামি কহেন অর্জুনে । কিছু দিন করি চ
লো সংসার ভ্রমনে ।। সেই মতে গেলা দোঁহে ভূমিতে ভ্র
মিতে । সরোবর তটে বক পাইল দেখিতে । শ্রীকৃষ্ণ কহে
ন শুন ভাই ধনঞ্জয় । জল মধ্যে বক কেন একা বসি রয়
জিজ্ঞাসা করোগা তাই বক সন্নিধান । একাকি কি হেতু কেন
মুদিয়া নয়ান ।। রথ হইতে নামি বক সমিপে চলিলা । ন
ম নারায়ণ বলি সম্বোধন কৈলা ।। তবে বক মুখ মেলি জ
লেতে রাখিলো । গণ্ডুষেক জল বক ভক্ষণ করিল ।। অর্জু
ন কহেন বক পরিচয় দেহ । উত্তর না দেও কেন চক্ষু মুদি
রহ । যারা জিজ্ঞাসিলে তুমি নাহি কহ কথা । নমো নারা
য়ণ কেনে হেঁট কৈলে মাথা । বক যত শ্রবণেতে শুনে কৃ
ষ্ণ নাম । ততোবার পক্ষ বক করে জলপান ।। কৃষ্ণ আজ্ঞা
দিলো তব নিতে পরিচয় । আমারে নাচাইলো মোর না
ম ধনঞ্জয় । শুনিয়া বক কহে শুনহ রাজন । অদ্য সফল
হইলো আমার জীবন । বহু ভাগ্যে হইল মোর তব দরশ
ন । কৃষ্ণ নাম মুখে মোরে করিলে সিঞ্চন ।। এক পক্ষ শ্রব
ণে না শুনি কৃষ্ণ নাম । ততোদিন অনাহারি উষ্ঠাগত প্রান
আমার নিয়ম এই শুনহ রাজন । কৃষ্ণনাম না শুনিলে ক
রিনা ভক্ষণ । বকের চরিত্র শুনি কান্দে ধনঞ্জয় । ধন্য ধন্য
পূর্ণ ভক্ত বক মহাশয় ।। তবে দোঁহে চলি আইলা কৃষ্ণ
সন্নিধান । ভূতলে পড়িয়া কৃষ্ণে করিল প্রনাম ।।

অথ নিষ্কামি ভক্ত ।।

নিস্কামি ভক্তের এক শুনহ চরিত্র। শুনিলে তাহার গুণ
শুদ্ধ হয় চিত্র॥ বকেরে কৃতার্থ করি প্রভু জগন্নাথ। ভ্রমন
করেণ বনে অর্জুনের সাথ॥ বনমধ্যে দেখি এক ব্যাধের
নন্দন। ধনুর্বান স্কন্ধে করে কাষ্ঠ অন্যাসন॥ তারে হে
রি হরি কন অর্জুনের প্রতি। জিজ্ঞাসা করগে। ভাই গিয়া
নির্ব্ব গতি॥ ধনঞ্জয় গেলা শুনি কৃষ্ণের বচন। উপনিত হই
লা যথা বেধের নন্দন॥ বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ করহ ভঞ্জন।
বিরহঞ্চ কাষ্ঠ ভাঙ্গ কহ কি কারণ॥ ব্যাধ বলে কাষ্ঠ কষ্টে
করি অন্যাসন। কাষ্ঠ বেচা করি মুই উদর পালন॥ বহু কা
ষ্ঠ আছে। দেখ গহন মাঝার। অল্প শুষ্ক কাষ্ঠ কেনো ক
রিহ সঞ্চার॥ ব্যাধ বলে হিংসা পাপে কেনো রত হবো।
সজিব বিক্ষের ডাল কিজন্য ভাঙ্গিবো॥ হাসিয়া২ তারে
কহে ধনঞ্জয়। ধুনুবান ধরি ব্যাধ হিংসা করো ভয়॥ শু
নহ বিশেষ কেনো ধরি ধনুর্ব্বান। তিন দুষ্ট আছে তার
বধিব পরাণ॥ তাদিগে বধিলে বাপ পাপ কিছু নাই। বধি
ব তাদের প্রাণে যদি আজ্ঞা পাই॥ দ্রোপদি প্রহ্লাদ আর অ
র্জুণ রাজন। এই তিন লাগি বান করেছি ধারণ॥ কোন দো
ষে তাহাদের বধিবে জিবন। তাহার বিত্যান্ত কহ করি
নিবেদন॥ তবে ব্যাধ কহে কিছু জোড় করি পানি। দ্রোপদি
র বহু দোষ শুন গুণ মুনি॥ বিবস্ত্র জখন করে দুষ্ট দুঃশাসন
পাণ্ডবের নাথ কর লজ্জা নিবারণ॥ চিদানন্দ কৃষ্ণ জেইক্ষ
জনে বসিল। হেনই সময় এ কৃষ্ণ গোবিন্দে ডাকিল॥ লক্ষ্মী
দত্ত অন্ন প্রভু আনিতে ত্রিয়া। দ্রোপদী স্বরণে আইলা
ত্বরান্বিত হৈয়া॥ দ্রোপদীর বস্ত্ররূপী হৈয়া দয়াময়। জ

ওটানে বস্ত্র তার শত খণ্ড হয় । কোন তুচ্ছ বস্ত্র লাগি কৃষ্ণে
ব্যেস্ত কৈলা । তুচ্ছ লজ্জা হেতু কেন কৃষ্ণে দুঃখ দিলা । এই
দোশে দ্রৌপদীর বধিব জিবন । দ্রৌপদী বধের জোগ্য কে
হিল কারণ । প্রহ্লাদের কোন দোষ কহ দেখি শুনি । কিবা
দোষে প্রহ্লাদের বধিবে পরাণি । কয়াধু বৈষ্ণবী শুত নাম
ধরেতে প্রহ্লাদ । নিবেদন করি শুন তার অপরাধ । জন্মুলে
মরণ আছে জানে সর্ব্বজন । অদ্য কিম্বা শতাব্দেবা অবশ্য
মরণ । তবে প্রাণ লাগি কেন কাতর অন্তর । কৃষ্ণ২ বলি
বলি ডাকে নিরন্তর । জানিব্য থাকুক প্রাণ তাহা না চিন্তি
য়া । কৃষ্ণে পরি শ্রম দিল জিবন মাগিয়া । জলাগ্নি পর্ব্বতে
কৃষ্ণ করএ স্মরণ । তথা২ জান কৃষ্ণ প্রহ্লাদ রক্ষণ । জ্ঞান লা
গি কৃষ্ণ চন্দ্রে বহু শ্রম দিলা । আর কি কহিব কৃষ্ণে গরল
খোলিলা । জন্মিয়া না মৈল কেন কয়াধু সন্তান । তার লা
গি কত শ্রম কৈলা ভগবান । অতএব প্রহ্লাদেরে বধ জো
গ্য হয় । অর্জুনের কোন দোষ কহ মহাশয় । ক্রোধাগ্নিতে
কহে তবে শুনোনির বর । সভা হইতে অর্জুনের দোশ বহু
তর । দ্রৌপদি স্ত্রিজাতি বরং নাহি তার দোস । অর্জুনে
র গুণ শুনে বাড়এ আক্রোশ । লক্ষ্মী দেবী পদ জার হৃদি
মধ্যে ধরি । অনিমিষে নিরখএ চরণমাধুরি ॥ শিব ব্রহ্মা
দেবগন জার ধ্যান করে । ঋষি মুনি গণ তারে ভাবেন অ
ন্তরে ॥ জে পদে উদ্ভব হৈলা গঙ্গা ভাগিরথি । অর্জুন নি
গুন তারে করিলা সারথি ॥ তুচ্ছ রাজ্য লাগি কৃষ্ণে দিল
পরি শ্রম । কেনে হেন কথা কৈল অতির নন্দন ॥

অথ নিষ্কাম ভক্তি ।

এত শুনি ধনঞ্জয় আছাড় খাইয়া। অনেক রোদন করে
ধুলায় পড়িয়া। মুক্তিত অর্জুন সেই পাপী দরাচার। অ
ছ রার্য্য লাগি কৃষ্ণে দিল নানা শ্রম। হায় হায় কি করে
ছি কহে ধনঞ্জয়। অবি লবে মোর প্রান শ্রভু মহাশয়॥
ধনঞ্জয় জেই এই বচন কহিল। ধন্য২ বলি ব্যাধ চরণে প
ড়িলা। ধনুর্ব্বান ধরি আমি করিএ নিয়ম। অনেক ভিক্ষে সি
দ্ধ হইল পায়্যা দরশন। আজি পুন্য কুঞ্জ মোর সর্ব্ব সি
দ্ধ হইল। তোমার চরণ দ্বয় দরশন পাইল। মোরে আমি
জি এ দেহে করল স্মরণে। মোহে আমি গোবিন্দের প
ড়িল চরণে। বিকের ব্যাধের ভক্তি দেখি ধনঞ্জয়। অপ
রাধ ক্ষমা কর প্রভু দয়াময়। তোমার ভক্তের গুণ মহি
মা কে জানে। তাহারে জানাও যাথা সেই জন জানে।

অথ চর্ম্মামৃতের ভক্ত।

দ্বিতিয় ভক্তের গুণ করহ শ্রবণ। শুনিলে একান্ত হয় কৃষ্ণ
প্রতি মন। বৈষ্ণবের শিরমনি বড় শুদ্ধমতি। করিতেন
দরশণ কৃষ্ণের আরাথি। দৈবা ধিন এক দিন বাঁকিং দর
শণে। আরতি না দেখি ভক্ত চিন্তে মনে মনে। কি কাজ
জিবনে আর বের্থা দিন গেল। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলী প্রা
ন তেজীল। এরূপ প্রতি তার বড় শুদ্ধ মন। আরতী না
দেখী সতী তেজান্ন জাবন। তৈছে পরাধার তার তেজান্
জীবন। দেখা চমকীত হৈল বৈষ্ণবের গণ। কেহ চর্ম্মা
মৃত দিল সবের বদনে। চর্ম্মামৃতাপর্যে সবে প্রাইল
জীবনে। দেখিলৈ নারদমুনি কহে ধন্য২। ধন্য চর্ম্মামৃতে
ভক্ত পাইল চৈতন্য। অথ নামাদীত্য ভক্ত।

নিমাদিত্য ভক্ত গুণ করি নিবেদন। শুনহ চরিত্র তার অদ্ভুত কথন॥ পূর্ব্বে এক জন গৃহস্থ আছিল। দণ্ডী এক তার গৃহে উপনিত হৈল॥ সৌভাগ্য বলিয়া গৃহি পাদ্য অর্ঘ্য দিল। ভোজনের আয়োজন উপস্থিত কৈল॥ প্রস্তুত করিল অন্ন করিয়া রন্ধন। সূর্য্য অস্ত হৈল দণ্ডী দেখিল তখন॥ ভোগ দেহ বলি গৃহি করে নিবেদন। সূর্য্য অস্ত হৈল কৈছে করিব ভোজন॥ তাহা দেখি শুনি গৃহি কাতর হৃদয়। এধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ রাখ দয়াময়॥ আজি মোর গৃহে দণ্ডী অভুক্ত রহিবে। নিমাদিত্য ভাবে আমার কলঙ্ক হইবে॥ কাতর হইএ শুশ্রুষা করয়ে স্তবন। নিম ডালে আসি সূর্য্য দিল দরশন। সূর্য্য দেখি ভক্ত কহে করি জোড়কর। মেঘে আচ্ছাদিত ছিল দেখ দিবাকর॥ তবে দণ্ডী বর সূর্য্য করি দরশন। ইষ্টে নিবেদিএ অন্ন করিল ভোজন॥ ভোজনান্তে প্রক্ষালন করএ আচমন। প্রহরেক রাত্রি দেখে উপরে গগন॥ তা দেখিয়া দণ্ডীবর বিস্ময় হইল। ধন্য ভক্ত বলি তারে আসির্ব্বাদ কৈল॥ ভক্ত বাঞ্ছা করে তাহা কে করে খণ্ডন। ভক্তবাক্য কদাচিৎ নাহয় লঙ্ঘন। ভক্ত হেতু দেবগণ করে অভিলাষ। অসত্য সকল হয় সবে হরিদাস॥ ভক্ত জন্যে নিম্ব বৃক্ষে উদয় আদিত্য। আজি হৈতে তবনাম হৈল নিমাদিত্য॥

॥ অথ জগন্নাথের পাণ্ডার কথা॥

নমঃ২ ব্রহ্ম শ্রী ত্রিদশ ভগবান। পাঞ্চাল নিবাসি দেব অনন্ত আখ্যান॥ লোক শিক্ষাইতে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ। বহু জপ করি মন্ত্র করিলা চেতন॥ মন্ত্র আদি ফল জানি যেন

ক্ষণ দান। বহু শিষ্য কর্ণে মন্ত্র করিলা প্রদাণ ॥ শিষ্যগ
ণ মন্ত্র প্রাপ্তে কৃতার্থ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন সভে প্রা
প্ত হৈল ॥ পরে শ্রী অনন্ত দেব উৎ কলে গমণ। করি বা
রে গেলা জগন্নাথ দরশণ ॥ জগন্নাথ দেখি প্রেমে আন
ন্দিত মণ। অনন্ত সহস্র মুখে করএ স্তবণ ॥ পণ্ডার আ
চার ভ্রষ্ট অনন্ত দেখিয়া। ভার বহে পাণ্ডাগণ ব্রাহ্মণ হ
ইয়া ॥ দেখিয়া অনন্ত দেবপাণ্ডা অনাচার। তা সভারে
নিসেধিল সেবা করিবার ॥ অনন্তের বাক্যে কেহ সেবা
নাহি করে। প্রত্যাদেশ জগন্নাথ দিলা অনন্তেরে ॥ পাণ্ডা
হস্ত বিনে মক্ষি নাকার ভোজন। বিনা পাণ্ডা নাহি ভুঞ্জি
আছি অনাসন ॥ পরম দয়াল প্রভু জগনাথ রায়। অনন্ত
ক্ষেপেতে পাণ্ডার মহিমা বাড়ায় ॥

অথ পুরির রাজার কথা।

মনদিয়া শুন সভে করি নিবেদন। বড় ভক্ত জগন্নাথ
পুরির রাজণ ॥ দিবা নিশি চাঁন্দ মুখ করে দরশণ। সচ
ন্দন জলে করে মন্দির মার্জ্জন ॥ দণ্ডি জতি বান প্রস্থ স
ন্যাসি ব্রাহ্মণে। দরিদ্র ভিক্ষুক আর অজাচক জণে। সভা
রে ভুঞ্জান রাজা প্রভুর প্রসাদ। নাম গাণে মহা [illegible] প্রেমে
তে উনমাদ। এক দিন নিজালয় হএ হর্ষ মতি। দ্যুত ক্রিড়া
করে রাজা রানির সংহতি ॥ খেলিবার কালে পাণ্ডা প্র
সাদ আনিল। বামহস্তে লয়ে রাজা প্রসাদ ভুঞ্জিল। পরে
খণ্ডরিয়া রাজা চিন্তে মনে মন। বাম হস্তে প্রসাদ লই ক
রিনু তক্ষণ ॥ বড় অপরাধ হৈল কি হবে উপায়। অকর্ম্ম

করিলাম বলি করে হায়২ ॥ ধিকয়ে দক্ষিণ বাহু ধরি অ
ন্তরে। তত্তো ধিক মোরে ধিক করিল ধারণ॥ এতেক ভা
বিয়া রাজা চিন্তি জগন্নাথ। কোন ছলে ছেদন করালা ডা
নি হাত ॥ অন্তর্যামি জানিলা রাজার ব্যবহার। আদেশ
করিলা কাটাহস্ত আনিবার॥ কাটাহস্ত প্রভু বিদ্যমান আ
নি দিল। শ্রীমন্দিরে আসি হস্ত দোন পুষ্প হইল ॥ সেই
পুষ্পমালা করি প্রভুরে পরাল্য। ধন্য জগন্নাথ বলি জয়
ধ্বনি হৈল॥

অথ কর্ম্মা বাএর চরিত্র।

কর্ম্মা বাইএর কিছু করিব বর্ণন। কৃষ্ণ সেবাতে জার স
দা শুদ্ধ মণ॥ প্রভাতে উঠীয়া করি খিচড়ি রন্ধন। জগ
ন্নাথ দেবে রাণী কয়য়ে অর্পণ॥ জগন্নাথ তার গৃহে উপ
নিত হৈয়া। ভক্ষণ করেণ প্রভু বড় তুষ্ট হৈয়া॥ দৈবে এক
দিন তাহা সাধু একজানি। সুদ্ধাচার হয় শুনে শুনমো
র বাণী॥ স্নান করি ভোগ দ্রব্য করে আওজন। বিনাস্না
নে কেন কর খিচড়ি রন্ধণ॥ সাধু আজ্ঞায় কর্ম্মা বাই হইয়া
স্বিকার। খিচড়ি রন্ধন করে হএ শুদ্ধাচার॥ স্নান আদি লা
গি ভোগ বিলম্ব হইল। মঙ্গল আরতি হোথা বাজিতে
লাগিল॥ ব্যেস্ত হৈয়া আসি বসিলেন সিংহাসনে। খি
চড়ির চিহ্ন দেখি প্রভুর বয়নে॥ দেখিয়া পাণ্ডার গণ হই
লা বিশ্বয়। চিহ্ন দেখি সভাকার কাতর হৃদয়॥ তবে প্রভু প্র
ত্যাদেশ দিল পাণ্ডাগণে। কর্ম্মার খিচড়ি নিত্র করিব ভ
ক্ষণে॥ ধন্য২ কর্ম্মার সার্থক জিবন। তবদর্ঘ খিচড়ি প্র
ভু করেন ভক্ষণ॥ ক্ষেম অপরাধ মোর শুন পুন্য বতি।

তোমার গুণের আমি কি করিব স্তুতি। পূর্ব্বের নিয়ম তব আছিল জেমত। অদ্য হইতে পুন কৃপা করহ তেমত॥ সেই হইতে অদ্যাবধি আছএ নিয়ম। করমা খিচড়ি খাতে করেণ ভক্ষণ॥

অথ মার্কণ্ড দ্বারায়।

মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য॥

জগন্নাথ প্রসাদের মহিমা কে জানে। নারদ জানেন আর দেব পঞ্চাননে। বিমলা সরলা দুর্গা হরের গৃহিনী পরম নির্গুনি প্রকাসিলা কাত্যায়ণি॥ ভগবতীর প্রসাদে প্রসাদ পাইল নরে। প্রসাদ বিলাইলে দূর্গা শৃগাল কুকুরে প্রসাদ প্রকাশ সক্তি কার বর্ন্নিবার। উৎকল খণ্ডেতে আছে মহীমা বিস্তার। আছিল মার্কণ্ড মুনি বড়ই জোগেন্দ্র শুনিলে চরিত্র তার জাবে মনদ্বন্দ। ব্যাধি গ্রস্ত এক জন প্রসাদ আনিল। খাও বলি মার্কণ্ডের সম্মুখে রাখিল॥ ব্যাধিগ্রস্তহস্তে প্রসাদ না করি গ্রহণ। প্রসাদমহীমা বৃদ্ধি করণ কারণ॥ প্রসাদ লঙ্ঘিয়া মনির অন্তর চঞ্চল। অন্তর্য্যামি জগন্নাথ জানেন সকল॥ নিশি মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি সর্ব্ব অঙ্গে হইল। ক্ষত অঙ্গ নিজ অঙ্গে দেখিতে পাইল॥ হায়২ কি হইল চিন্তে মনে মন। কি করিলা জগন্নাথ প্রভু জনার্দ্দন॥ তবে অনাহারে পড়ি থাকে সিংহ দ্বারে ত্রাহি জগন্নাথ বলি স্বরএ অন্তরে॥ রাত্রি জোগে জগন্নাথ বড় দয়াময়। স্বপনে কহিল দোস হইএ সদয়॥ কেন অপহেলা কৈলে শ্রীমহাপ্রসাদ। অত পর হৈল তব বড় অপরাধ। মহা প্রসাদেতে তব কিন্তু উপজিল। সেই অপ

রাধে তবে কুষ্ঠ ব্যাধি হইল । এখনউপায় শুন হও শুদ্ধ ম তি । এই কর্ম্ম সাধন কর‍্যা সিধ্য গতি ॥ সমুদ্রের তিরে মৃত হানু পড়্যে আছে । কিঞ্চিৎ প্রসাদ তার আছে দন্ত মাঝে ॥ সেইপ্রসাদ আনি জদি করহ ভোজন । সর্ব্ব পা পে মুক্ত হবে ব্যাধিবিমোচন ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈলমুনি চৈত ন্য পাইল । ধন্য জগন্নাথ বলি নাচিতেলাগিল । প্রভাতে উঠীয়া মুনি সিন্ধু তিরে গেঞ । দেখিল জম্বুর মৃত আছ এ পড়িএ ॥

অথ মার্কণ্ড মুনি ।

জম্বুরের দন্ত হৈতে পাইএ প্রসাদ । প্রাপ্ত মাত্রে খাই লেন হইয়ে আহ্লাদ ॥ জেই মাত্র মহাপ্রসাদ উদরস্থ হই ল । দিব্য কান্তি হৈয়া মুনি নাচিতে লাগিল ॥ ধন্য প্রসা দের গুণ প্রভু জগন্নাথ । একপদ আইসে এককেৎ প্রনিপা ত ॥ শ্রীমন্দির আসি মুনি করএ মার্জ্জনা । প্রসাদ দেখি লে করে অর্চ্চনা বন্দনা ॥ মার্কণ্ডনামেতে হ্রদ তথা প্রকা সিএ । বিরাম করেণ ক্ষেত্রে আনন্দিত হৈয়া । আর এক অপরূপ মার্কণ্ড চরিত্র । শুনিলে বিপ্রের পদে মুগ্ধ হয় চি ত্ত ॥ পরম যোগেন্দ্র মুনি করিলো নিয়ম । বিপ্র পাদোদ ক বিনে না করে ভক্ষণ । কেমন সঙ্কল্প আর নিষ্ঠা পাদো দকে । জানিবারে ইচ্ছা কৈলা আপনি অম্বিকে ॥ বৃদ্ধ ব্রা হ্মণি হৈয়া হরের ঘরনি । ব্যাধি মুক্ত হইলেন গণেশ আ পনি । পৃথিবির জল বিপ্র করিয়া হরণ । সংসার মধ্যে তে দোঁহে করেণ ভ্রমন ॥ এখানে মার্কণ্ড মুনি ফিরি না নাহানে । ভ্রমন করেণ মুনি বিপ্র অন্যে যণে ॥ ব্রাহ্মণির

দরশণ পাইল হেন কালে । কক্ষেতে বালক দেখে যজ্ঞসু
ত্র গলে ।। নিবেদন করি মাতা কর অবধান । কোথায় গ
মন কর কিবা তব নাম ।। মোরত দুখিনি নাম হব কাঙ্গা
লিনী । দুঃখের সঙ্কটে আমি শূদ্রপি পাসিণি ।। বস্ত্র হিন
মহাক্লেশে ভিক্ষুক বনিতা । অনুরাগী মহা বেগা আছে
মোর সতা ।। জেহও সেহও তথ্যে নাহি আবশ্যক । তোমা
র পুত্রের মাতা দেহ পাদ দক পুছিছি একি কর বাপ লো
কে শুনে পাছে । ব্যাধি হেতু দেখ তার অঙ্গুলি খসেছে ।
তার পাদোদক শুনি কেমতে লইবে । জাতিকুল ধর্ম্ম ধ
র্ম্ম সকলি জাইবে ।। শুনিয়া মার্কণ্ড কহে দন্তে তৃন ধরি ।
বালকের পাদোদক দেহ কৃপা করি ।। জল আনি বারে
মাতা তারে আজ্ঞা দিল । জললাগি নানা স্থান ভ্রমন ক
রিল ।। ভূমিতে২ কভু জল না পাইল । গর্ত্তম ধ্যে দ্রব কিঞ্চি
ৎ নির নির থিল । বিষ্ঠা ভাসে সেই জলে করে নিরিক্ষণ
কিকরি বলিয়া মুনি ভাবে মনে২ ।। তবে পক্ষ হরি ত
কি জলে ফেলাইল । সেই নিরে হরিতকি ভাসিতে লাগি
ল । তাদেখিয়া মুনি বর আনন্দিত মন । জল নৈয়া পিতৃ
লোকের করিল তর্পন । কিঞ্চিৎ আনিল জল পাত্রেতে ক
রিয়া । জল নৈয়া তার অগ্রে রহে দাণ্ডাইয়া ।। ব্রাহ্মণি
বলেন বাপু আছে সাস্ত্রনিত । বৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত জল লইতে
উচীত । আমার পুত্রের বৃদ্ধ অঙ্গুলি রহিত । অতএব দে
খো কর জেহয় উচিত । তা শুনি মার্কণ্ড মুনি কর জোড়
করি । অঙ্গুলের মূল ধৌত দেহ কৃপা করি ।। এতেক বচ
নে মাতা দাঢ়া জানিবারে । পদরক্ত পুজ ধৌত দিল হস্তে

পায়ে। পাইয়া মার্কণ্ডমুনি পুলক অন্তরে। পাদোদক পা
ন করি নৈলা শিরোপরে। তা দেখিয়া আক্রোশ হইলা ভ
গবতি। কিবা শোভা রূপ শোভা কোন্দে গণপতি। পূর্ণ
চন্দ্র জিনি মুখ অতি সুশোভিত। সর্ব্ব অলঙ্কার মুকুট কু
ণ্ডল ভূষা। শুভ্রবর্ণ বিদেশচনি জগৎ জননী। দুগ্ধ ভুজা শু
শোভা মহিষমর্দ্দিনী। বালার্কবরনি দেবী পক্কবিম্বাধরি
শ্রীমুখে হাসিতে কত খসিছে বিজুরি। কোটী চন্দ্র সূর্য্য
জিনি নখ চন্দ্র ভাতি। চরণ কমল দ্বয় কোটী চন্দ্র জ্যোতি
অন্ন পূর্ণা মায়া পূর্ণ শঙ্কর গৃহিনী। নুকা যমুনা দাসে ম
ও চরণ দুখানি ॥

অথ লাল আচার্য্য গুরু।
তশ্য শিষ্য জামাতা।

লাল আচার্য্যের শিষ্য জামাতা ব্রাহ্মণ। তাহার চরি
ত্র কিছু করি নিবেদন। শিষ্য প্রতি গুরুদেব আজ্ঞাদিল
হেন। ললাটে তিলক তারে গুরু ভ্রাতা জেন। দেখে নদি
জলে এক শব ভাসি জায়। ললাটে তিলক তার দেখিবা
রে পায়। গুরু ভাই বলি তারে তটেতে তুলিল। অন্তিষ্টা
দি ক্রিয়া তার বিধিমতে কৈল। গ্রামস্ত ব্রাহ্মণ সবে কৈল
নিমন্ত্রণ। ব্রাহ্মণ ভোজন লাগি কৈল আওজন। বিপ্রবর্গে
সত্যমতে করি এই যুক্তি। নাহি জানি মৃত ব্যক্তি ছিল কো
ন জাতি। যুক্তি করি বিপ্র বর্গে করিয়া বিধানে। কেহ না
আইল জামাতার নিমন্ত্রণে। গুরু আগে শিষ্য গেল কা
রিয়া রোদন। বিত্যান্ত কহিলা গিয়া গুরুর চরণ। তবে গু
রু কহে শুন পূর্ব্বতম শিষ্য প্রসাদে তাহার শ্রদ্ধা আসি

বে অবস্য। কিছু চিন্তা নাকরিহ জাও নিকেতন॥ ভোজণ কারণে রহ আসিবে ব্রাহ্মণ। গুরু আজ্ঞা পাইয়া শিষ্য গৃহে আইল ফিরে॥ বৈকুণ্ঠ নিবাসি দেখে উপনিত ঘরে সিব্‌ গতি মস ভারে ক রাহ ভোজন॥ অনন্য আলাপ অ দ্য নাহি প্রয়োজন॥ ভোজন করিয়া সঙ্গে চড়িয়া বিমানে। জয়ধ্বনি করি গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥ তাহা দেখি গ্রামস্ত সকল দ্বিজ গণ। চমকিৎ হৈলা সভে কাতর জিবন॥ অভিমান দর্প চুর্ণ সভার হইল। সভে আসি তার গৃহে ভোজন করিল॥ গুরু বাক্য ঐক্য জেবা করএ নিশ্চয়। ইহ লোকে পর লোকে সর্ব্ব সির্দ্ধ হয়॥

অথ সত্য বাক্য।

কোন স্থানে ছিল একনর দুরাচার। সুকর্ম্ম নাকরি তিহো নাকরে আচার॥ প্রানি হিংসা চোর্য্য বৃত্তি বিসান্দি গমণ। পর দ্রোহী মধ্য মাংস করএ ভোজন॥ তাহা শুনা গুরু তার নীকটে জাইয়া। সীখাইল সত্য ধর্ম্ম স্বাস্ত্র দর্সা ইয়া। জন্মীলে অবস্য দেখ আছএ মরণ। তবে কেন দুষ্কর্ম্ম অধর্ম্ম অকারণ॥ সর্ব্ব ত্যাগ কর্‌য় বাপু কহী তব ঠাই॥ নাকহীও মীথ্যা বাক্য এই ভীক্ষা চাই॥ জে আজ্ঞা বলীয়া সীষ্য মান্য করী লীল। মীথ্যা বাক্য না কহীব মনে বীচারীল। ধনা কাঙক্ষী হয়্যা মনে কল্পীয়া বীচারে। নীসী যোগে জায় তিহ চুরী করী বারে। পথ মধ্যে লোক সহ হইল সন্দর্সন। রাত্রী মধ্যে কোন থানে করেছ গমণ॥ কেমতে বলীব মীথ্যা ভাবীয়া অন্তরে। মৌন হয়্যা ফীরে আইল আপনার ঘরে। পরে এক রাত্রী জায় রে

শার আলয়। কোথা জাও বলো লোক চাহে পরো চয়। আসি বলি উলটিয়া আইলা তথ হৈতে। নিজালএ আসি বসি ভাবএ নিভিতে॥ সত্ত্য বাক্য নিয়মিত মনেতে করিল। দিনং সত্ত্য হৈতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হৈল। নির্ম্মল হইল চিত্ত সত্যর প্রতাপ। সত্ত্যেশ্র এরূপে গেলযত পাপতাপ। সত্ত্য হৈতে ধর্ম্ম পুন্য উৎপন্ন হইল। সত্ত্য হৈতে দিব্য জ্ঞান ধন বৃদ্ধি হৈল। গুরু আজ্ঞা দাষ্য মন্ত্র করএ জপন জপিতেং হৈল পরম বৈষ্ণব॥ তথাহি। সত্ত্যং মৎ উৎপতে ধর্ম্ম দয়াধর্ম্ম প্রবওতে ক্ষেমা আস্থাপিতং ধর্ম্ম লোভে ধর্ম্ম বিনশ্যতি। অতএব সত্ত্য বাক্যে নিষ্ঠা থেক্য মণ। সত্যরবিনাসনাই মিথ্যার পতণ। ইতি

অথ নাম দেও॥

চরিত্র।

নামদেব মহাশয় বড় পুন্য বান। তাহার পদার বৃন্দে অসংখ্য প্রনাম। শুনহ চরিত্র তার করি নিবেদন। শুনিতেং গুণশুদ্ধহয় মোন॥ কৃষ্ণকে খাওয়াইল দুগ্ধ হরসিত হয়্যা। শ্রীমন্দিরের দ্বার ফিরে তাহার লাগিয়া। মিত গাভী বাঁচাইল ভক্তি যোগ বলে। রত্ন মুনি দেখাইল অপার সলিলে। জটির আচ্ছাদণ কৈল নিজে ভগবান। শুনিলে তাহার গুণ বিদয়ে পাশান। শিশু কাল হৈতে থাকে মাতুলের ঘরে। মীর বধী কৃষ্ণ বলি ডাকএ অন্তরে মাতুল করিলইচ্ছা জাইতে স্থানান্তরে। নামদেবে ডাকি দেতহে এই আজ্ঞা করে। সাল গ্রাম চন্দ্র কাছু দুগ্ধ নাবে দিয়। আজী মোরে স্থানান্তরে জাইতে হইবে। যে আগ্রহ

রলৌয়া তারে বাদায় করাল। সেবা লাগীমাতুলানা দুগ্ধ
আনি দিল ॥ সাল গ্রাম অগ্রে দুগ্ধ করিয়া স্থাপন। নত্র
তার খাও প্রভু বলে ঘনে ঘন ॥ এরূপ বহুমত করিল স্ত
বন। দৃষ্টি ভোগমাত্রপ্রভু করিলা ভোজন॥ রোদন করিয়া
কহে প্রভুর নিকট। আজ্য মোর উপস্থিত উভয় সঙ্কট॥ প্র
ভুনা খাইয়া দুগ্ধ উপ বাসি রবে। মাতুল আসিয়া মোর
পরাণ বধিবে॥ তার হাথে দণ্ড কেন লোক হাসাইব। স্ব
মুখে তোমার অগ্রে পরাণ ত্যজিব॥ এত বলি এক অস্ত্র
লাগাল্য গলাতে। দুগ্ধ খাই বলি প্রভু ধরিলেন হাথে॥
নাম দেব ভক্তি দেখি দৈবকী নন্দন। ভক্ত দত্ত দুগ্ধ প্রভু ক
রিলা ভক্ষণ॥ তা দেখিয়া হরসিত নাম দেব মণ। কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কয়এ কৃর্ত্তণ॥ নাচিয়া চলিলা অন্য সাধুর
আশ্রেম। যথা সাধু গণ করে নাম সঙ্কীর্ত্তণ॥ কৃষ্ণবলিনা
চে গিয়া যাইয়া তথায়। নাচে আর হরি২ ডাকে উভরা
য়॥ নাচিতে২ তার ঘর্ম্ম পাত হৈল। কিঞ্চিৎ গাত্রের ঘা
ম মন্দিরে পড়িল। শ্রীমন্দিরে বাম তার পতিত দেখি
য়া। মন্দিরহইতে তারে দিলা নামাইয়া॥ তবে নাম দে
বআসিমন্দিরপশ্চাৎ। প্রেমেউনমত্ত চিত্তেনাহি দিগপাত
পশ্চাৎ মন্দিরে জেই নাচিতে লাগিল। শ্রীমন্দিরের দ্বা
র ফিরি সন্মুখ হইল॥ তাহাদেখি সাধু গণ হৈল চমৎ
কার। ধন্য নাম দেব তব মহিমা অপার॥ ঘরেফেরা সং
বাদ পাইল লোক জণ। শুনিয়া আইলা তথা জবন রাজ
ণ॥ শ্রীমন্দিরে নামে দেব হরি গুণ গায়। হেনকালে মহা

রাজা আইল তথায় ।। শুনিলাম তুমি সিদ্ধ হৈয়াছ ভজ
নে । দেখিব সাক্ষাতে তাহা আপন নয়নে ।। এতবলিমব
ন রাজন দুরাচার । শ্রীমন্দিরে এক জিব করিল সংহার ।
তাহা দেখি নাম দেব ব্যজন পরাণি । গাএ হাত দিয়া ব
লে ওঠগো জননী ।। নাম দেব গাএ স্পর্ষে জেই মাত্র হৈল
হাম্বা রব করি গাভী সত্তরে উঠীল ।। বিষ্ময় হইলা রাজা
দেখিয়া নয়নে । অপরাধ ক্ষেম বলি পড়িল চরনে ।। বহু
মূল্য মুনি এক চরণে ধরিল । তাহা দেখি নাম দেব জলে
ফেলি দিল ।। রাজা কহে মুনি কেনে দিলে ফেলাইয়া ।
মোর দত্ত মুনি পুন দেহত আনিয়া ।। তাহা শুনি নামদে
ব স্থলেতে নামিল । রাজ দত্ত মুনি অন্য বহু উঠাইল । জে
হ বাছি মুনি রাজা জত লয় মনে । দেখিসসঙ্কিত হৈলকা
তর জিবনে ।। তোমার চরিত্র দেখি অকথ্য কথণ । ক্ষেম
অপরাধ মুক্তিলইলাম স্বরণ ।। নাম দেবনৃপতিরে সন্তো
ষ করিয়া । রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নিভিতে বসিয়া ।। আর এ
ক অসম্ভব শুন তার গুণ । শুনিলে বাড়এ ভক্তি শুদ্ধ হয়
মণ ।। আইলেন ভগবাণ ব্রাহ্মণের বেসে । অতিত্ত হইয়া
একাদসির দিবসে ।। অতিথ দেখিয়া নাম দেব মহাশয়
সৌভাগ্য বলিয়া তার চরনে পড়য় ।। বসিতে আসন আ
র পাদ্য অর্ঘ্য দিল । একাদসি জানিতারে অভুক্তা রাখিল
রাত্রি কালে মায়া ছলে প্রান ত্যাগ করে । প্রাতে নাম দে
ব দেখি ভাবয়ে অন্তরে ।। মৃত অঙ্গ নইয়াঁ গেলা দাহন ক
রিতে । সবকোলে নয়াঁ তিহোঁ বসিলা চিতাতে ।। জেই
মাত্র চিতা অগ্নি প্রবল হইল । সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণ দরশন

দিল ॥ চতুর্ভুজ দেখি দেব জোড় করে হাত। কত মায়া ক
রাইলে প্রভু জগন্নাথ ॥ ধরিয়া রহিল সেই রাতুল চরণ।
প্রেমে গদ২ হয়্যা করএ স্তবন ॥ ধন্য২ প্রসন্ন হিএ আপনে
গোবিন্দ। কৃপা দৃষ্টি করিলেন হইএ আনন্দ ॥ নাম দেবে
কৃপা করি গেলেন শ্রীহরি। বনে গেলা নাম দেব গৃহ পরি
হরি ॥ বনমধ্যে রহে গিএ কুটির মাঝারে। নব জল ধর
কান্তি ভাবয়ে অন্তরে ॥ বর্ষাকাল হৈল ইচ্ছা কুটির ছাদ
নে। তৃণ আনিবারে গেলা গহন কাননে ॥ কাটে তৃণ হৈয়া
দিন রাম গুণ গায়। চক্ষু মিলি নাম দেব তৃণ প্রতি চায় ॥
ম্লান হৈয়াছে তৃণ দেখিতে পাইল। হায় কি করিলাম ব
লি কান্দিতে লাগিল ॥ আব্রহ্ম স্তম্ভ মুক্ত স্থিতি নারায়
ণ। তৃণ হিংসা অপরাধ রাখ জনার্দ্দন। ধূলায় পড়িয়া ব
নে করএ রোদন। চিন্তামুনি চিন্তান্বিত হইলা তখন। শু
দ্ধ রূপে হরি তার ঘর ছায়াইল। তাহা দেখি নাম দেব বি
স্ময় হইল ॥ বিপত্ত্য তারণ জিহো শ্রীমধু শুদন। নাম দে
ব গৃহ তেহো করিলা ছাদন ॥ জাহার ভএতে জম কাঁপে
থর হরি ॥ বর হয়াণ হেন প্রভু আপনে শ্রীহরি ॥ লক্ষ্মি জা
র পাদ পদ্ম করএ সেবন। ব্রহ্মাদি দেব পদ করয়ে স্তবণ
নারদাদি সুকদেব জার গুণ গায়। ভক্তাধিন শ্রীগোবিন্দ পা
ছু২ ধায় ॥ ভক্ত্যাধিন শ্রীগোবিন্দ শুনেছি পুরাণে। প্রত্য
ক্ষেতে নাম দেব দেখিল নয়নে ॥ অতএব নাম দেব চর
ণে প্রনতি। বঞ্চিৎ হয়্যনা দিতে শ্রীপদে ভকতী

অথ জয়দেব গোস্বামি।

জয় দেব পাদপদ্ম বন্দিব সাদরে। তব কৃপা হল্যে হে

ভু ভবজায় তরে ॥ জগন্নাথ আজ্ঞা শ্রোতে কহিল সংসা
র । মোর শক্তি নাহি তার গুণ বর্ণিবার ॥ শুনিলে চরিত্র
তার হবে প্রেমানন্দ । রচিলে নিগূড় তত্ত্ব শ্রীগীত গোবি
ন্দ ॥ জারে কৃপা করি গঙ্গা আইলো আপনে । কদম্ব খণ্ডি
র ঘাটে দিলা দরশনে ॥ পরম বৈষ্ণবি পতি ব্রতা পূন্য ব
তি । কৃষ্ণ পরায়ণি সতি নাম পদ্মাবতি । জয়দেব পাণ্ডিত্য
গ বর্ণিতে কে জানে । বিনা স্মরণেতে হরি দিলা দরশনে
ব্রহ্মা আদি দেব জারে নাহি পায় ধ্যানে । স্বয়ং উপস্থিত
হৈলা তাহার প্রাঙ্গণে ॥ তাহার হস্তের অন্ন খাইলা চাহি
য়া । জয়দেব পদ্মাবতীর প্রেমে বস হৈয়া ॥ জয় দেব গ্রন্থে
জাহা নারিল লিখিতে । কেমতে লিখিব তাহা ভাবিয়া ম
নেতে ॥ কেমনে করিব শ্লোক গ্রন্থ সমাধান । ভাবিতেই
মুনি গেলা গঙ্গাস্নান । হেথা অন্তর্যামি জয় দেব মুর্ত্তি ধরি
গ্রন্থ লৈয়া লিখিলেন আপনি শ্রীহরি । সর্ব্বমূলাধার রাধা
কে চিনে তোমারে । দেহী পদ পল্লব লিখিলা নিজ করে ।
শুদ্ধ জয় দেব হরি অখিলের পতি । অন্ন আনি দেহ নিধু
প্রিয়া পদ্মাবতি ॥ অন্নজল আনি পদ্মা দিলেন জখন । প্রে
মানন্দে শ্রীগোবিন্দ করিলা ভোজন ॥ ভোজন করিয়া
প্রভু করিলা সয়ন । প্রসাদ লইয়া পদ্মা করেণ ভোজন । জে
ই মাত্র পদ্মাবতী ভোজনে বসিলা । হেন কালে জয় দেব
আশ্রমে আইলা । পদ্মার ভোজন দেখি ক্রোধান্বিত মন ।
আমারে তেজিএ অগ্রে করহ ভোজন ॥ আমার অগিক্ষা
মাত্র কিছু না করিলা । ধিক পদ্মা বতি কৈছে ভোজন ক
রিলা ॥ ১ তবে পদ্মাবতি কহে শুন মহাশয় । ২ তোমার

ক্রোধেতে বৌয় কম্পিত হৃদয় ।। আমিত তব দাসিপুত্র কে
হ নাহি আর ।। কোন দোসে দণ্ড নাথ করহ আমার । তব
অগ্রে নিবেদিতে কম্পে মোর প্রাণ । স্নান করি আসি কৈ
লে গ্রন্থ সমাধান ।। কাতরে কহয়ে পদ্মা করি জোড় পা
নি । আমারে কহিলে নাথ অন্ন দেহ আনি ।। তব আজ্ঞা
আনি দিলাম অন্ন ব্যঞ্জণ । নিবেদিএ সেই অন্ন করিলা
ভোজন ।। ভোজণ করিয়া গেলা করিতে সয়ন । ইথে অপ
রাধ কেম করি নিবেদন ।। পুন আসি দাসি দোস দেহ স
হা সয় । দাসি প্রতি ক্রোধকরা অনুচিত হয় । সিথিকা
আনিয়া গ্রন্থ পদ্মা বতী কয় । গ্রন্থ দেখি বাহিরে গেলা মু
নি মহাশয় ।। জিনি মুক্তা শ্রেনি কিবা অক্ষরের ভাতি । ঝ
ল মল করে যেন মুকুতার পাতি ।। শ্রীহস্ত অক্ষর দেখি
হইলা চমকিত । গ্রন্থ মধ্যে এই কথা আছএ লিখিত । স
ক্ষমান মান যারি নিবেদি তোমারে । দেহ পদ পল্লব মা
থে মস্তক উপরে ।। দেখিয়া আছাড় খেয়া ভূমেতে পড়ি
লা । ধিক জন্ম বলি মুনি কান্দিতে লাগিলা ।। ধন্য পদ্মা ব
তি তব সফল জিবন । সাক্ষাৎ দর্শণ কৈলা শ্রীনন্দ নন্দন ।।
তবহাত জগন্নাথ করিলা আহার । তোমার ভাগ্যের যস
কহিতে অপার ।। এত বলিজয় দেব আনন্দিত হৈয়া । প
দ্মার পত্রের সেষ খাইল জড়াইয়া ।। মহাৎ প্রসাদবলি লা
গিল ভুঞ্জিতে । প্রসাদ লইয়া মাথে আপন অঙ্গেতে । প
দ্মাবতি জয় দেব শুনান কথণ । কার সক্তি আছে তাহা ক
রএ বর্ণন ।। কিঞ্চিৎ লিখিল তারপাএই প্রসাদ । কৃপাক
রি প্রভো সহে কেম অপরাধ ।। পদ্মাবতি জয় দেবে কমি

কৃতাঞ্জলি। এদাস বিনোদে দিবে চরণের ধূলি।

অথ বেল্য মঙ্গল ঠাকুরের কথা।।

শ্রী বেল্য মঙ্গল হন মঙ্গল দায়ক। তাহার মহিমা গুণ নিবেদি কথক।। শুনিলে তাহার গুণ দিব্য হয় জ্ঞান প্রথম চরিত্র তরে হবে সাবধান। লোক শিক্ষাইতে তেঁহ ছাড়ি ধর্ম্মাধর্ম্ম। নিন্দা বাঞ্ছা হেতু তেঁহো করিলা অকর্ম্ম।। ভক্তি তার ভএতে লৌকিক ধর্ম্ম ছাড়ি। শুভজ্ঞাণ জানাইলা করিয়া চাতুরি। সাধু নীন্দা কথা সাধু নাকরে গ্রহণ। তাহার দৃষ্টান্ত এক করি নিবেদণ।। ক্ষিরনির এক যোগের পথ যত্ন করি। ক্ষির পান করে হংস নির পরিহরি। মধুকর পুষ্প প্রতি নাকরয়ে লালসা। মধুপান মাত্র তার কেবল লালসা। অতএব নিন্দাতে জিহবে গুণ গ্রাহী। নিন্দা পাপ মুলাধার ইথে গতি নাহি। এক সাধু প্রতি কেহ জিজ্ঞাসিলা বার্ত্তা। কার স্থানে জ্ঞান শিক্ষা কহ সেই কথা। সাধু কহে মোর শিক্ষা অজ্ঞানের স্থানে। প্রসু কত্তা কহে কহ ধরিয়ে চরণে। অকর্ম্ম করয়ে কেহ হইয়া অজ্ঞান। তাহাতে বাঞ্ছৎ হয় থাকি সাবধাণ। তার নিন্দা কর্ম্মে মোর এই উপজিল। অকর্ম্ম বর্জন করি দিব্য জ্ঞান হৈল।। অত এব কারু নিন্দা না করিহ মণ। নিন্দা বর্জন হয় সাধুর লক্ষণ।। এখন লিখিব বেল্ল মঙ্গল আক্ষ্যাণ। বিশেষ শুনিলে গুণ পাবে দিব্য জ্ঞান। চিন্তামনি নামে তার আছিল রমনি। তার লাগী চিন্তা তার দিবস রজনী। নাদেখিলে চিন্তামনী সদা থাকে দুখি। দরশনে রসে তার ম

ন হয় সুখি। গ্রামান্তরে চিন্তামুনি করি থাকে বাস। নি
জি হল্যে দ্বিজবর জান তার পাস॥ পিতৃ বান্দর হেতু না
হি অবসর। কর্ম্ম ক্রোধে গত রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সব কি
য়া সমাধানে গেলা সয়নেতে। চীন্তামুনি স্মরণ হইল্য
শচখিতে। দ্বীতিয় প্রহর নিশী ঘোর অন্ধকার। হেনকালে
চলে তথা দ্বিজের কুমার। পথ মধ্যে নদি এক বন্যার
পাথার। তরী নাহী ঘাটে কৈছে হব পারাবার। তরঙ্গ
দেখিয়া দ্বীজ ভাবে মনে মন। কাষ্ঠ ভাসী জায় জলে করে
নীরক্ষণ। তাহা ধরি পার হয়্যা গেলা দ্বিজবর। উত্তরিয়া
গেলা যথা চিন্তামুনি ঘর। চিন্তামুনি দ্বার বদ্ধ দেখিয়া
নয়নে। কিরূপে প্রবেস হই ভাবে মনে২। দ্বার সম্মুখের
জু দেখিতে পাইল। তাহা ধরি গৃহমধ্যে প্রবেস করীল
জেই মাত্র বিধ গেলা গ্রহের মধ্যেতে। চীন্তামুনি দেখি
তারে উঠে চমকাতে। কীজন্যে অধীক রাত্রী হৈল মহা
সয়। কিজন্যে তোমার গাত্রে ঘর্ম্ম উঠয়। মোর দ্বার
বন্ধ ছিল কীরূপে আইলে। মোর লাগী দ্বীজ বর নানা
দুঃখ পাইলে। কাষ্ঠ ধরী নদী পার রজ্জু ধরী ঘর। তাহা
শুনী চীন্তামুনী ভাবএ অন্তর। রজ্জু নাহী ছাদ দ্বারে কো
থা হৈতে এল্য। দীপ লয়্যা রজ্জু দোহে দেখীতে আইল
না দেখীল রজ্জু একমাত সর্প আছে। কাষ্ঠ নাহী দেখেমি
ত কায়া পড়ে আছে। এতেক দেখীয়া চীন্তা মুনি ধীরে
কয়। ধীক ধীক ভবনাহী ধর্ম্ম যায় ভয়। আমার নামাতে
মন আছয়ে জেমন। যৎকীঞ্চীৎ কৃষ্ণ প্রতি করীতে অর্প
ণ। অনায়াসে প্রাপ্ত হতে বৈকুণ্ঠের পতী। জেই মাত্রী

ভাগড়ি যায় । অন্ধকের ছড়ি হরি লুকালে কোথায় ।।
কাতরে ডাকেন কোথা গেলে জগন্নাথ । কাতর শুনিয়ে
প্রভু দিলেন সাক্ষাত ।। আসি হরি চক্ষু পরি হস্ত বুলাইল
পদ্ম হস্ত পর্শ মাত্র দিব্য চক্ষু হৈল ।। কৃষ্ণ দরশন পাইয়া
আনন্দ হৃদয় । মৃত দেহে প্রাণ যৈছে হইল সঞ্চয় ।। শ্রীন
ন্দ নন্দন হরি করি দরশন । করি কৃতাঞ্জলি বহু করয়ে স্ত
বন ।। গোবিন্দ মুকুন্দ সদানন্দ শ্রীদানন্দ । উপেন্দ্র পরম
নন্দ বৃন্দা বন চন্দ্র ।। সর্ব্বদেব শ্রেষ্ট কৃষ্ণ অভিষ্ট দায়ক ।
গোষ্ঠে অষ্ট দণ্ডে কষ্ট অরিষ্ট নাসক । দয়াল গোপাল
রাখাল শিরোমনি । জসদা দুলাল কৃষ্ণ ইন্দ্রা নিল মনি ।।
শ্রীরাধা রমন রাম নব ঘনশ্যাম । দাস রথি রঘুপতি স
র্ব গুণ ধাম । মনোহর নটবর কৈসোর নাগর । শ্যাম ক
লেবর রূপ পরম সুন্দর ।। গিরিধর দামুদর শ্রীধর ঈশ্ব
র । শ্যাম অঙ্গে পরিধান পিত পটাম্বর ।। কেসব রাঘব হ
রি জগত দুর্লভ । আদর মাধব কৃষ্ণ শ্রীরাধা বল্লভ ।। রাধি
কার মন নাথ শ্রীনন্দ নন্দন । ভুবন মোহন রূপ ব্রহ্ম সন
তন । অদিতি নন্দন বন্দ কৈসল্য নন্দন । জনার্দ্দন নারায়
ণ পতিত পাবণ ।। বামন রাবণ অরি মদন মোহন । বিপ
ত্ত্য তারণ কর্ত্তা শ্রীমধু শূদন ।। কৃপাময় দয়াময় জয় রস
ময় । ইচ্ছাময় সদয় বিনাস ভব ভয় ।। ইন্দ্র নিল মনি চি
ন্তা মুনি গুনমুনি । অন্তর্যামি চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র পানি ।। শ্রীহ
রি মুরারি নর হরি গিরী ধারি । কংসারি দনুজ অরি বি
পিন বেহারি ।। দিন বন্ধু কৃপা সিন্ধু অশরণ বন্ধু । জগত ম
ঙ্গল হরি করুনার সিন্ধু ।। গতি নাথ দিননাথ রাধিকার

নাথ। অনাথ কিঙ্করে কর শুভ দিষ্টি পাত॥ কৃতান্ত দুরন্ত ভএ ভাবি অবিশ্রান্ত। একান্ত ভরসা তব শ্রীরাধা কান্ত শান্তনহে মোর মন তোমারে থাকে ভ্রান্ত। অত্যন্ত শুনেছি নাথ তুমি দয়াবন্ত॥ অনন্ত অচিন্ত সক্তি ওহে গোপিকান্ত। শ্রীকান্ত একান্ত তব ভরসা নিতান্ত॥ শ্রীপতি ভুপতি হরি অখিলের পতি। পতি নাথ বনমালি অগতির গতি। হৃষি কেশ হর কেশ অশেষ গুণ ধাম। জগৎ নিবাস শ্রীনিবাস কর ত্রাণ॥ স্তব শুনি কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনন্দ নন্দন সন্তোষ হইয়া দিলা অভয় চরণ। পূর্ব্ব ভক্ত বটর্ত্তমি দিয় তম দাস। কর্ত্তা সূত গুহ্য তুমি করহ প্রকাস॥

অথ প্রেম উন্মাদ।

পূর্ব্বেতে আছিলা দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। পরম উদার প্রম ময় তনু খানি। দোহে গেলা নিলাচল চন্দ্র দেখিবারে। জগন্নাথ দেখি ভাসে নয়ানের নিরে॥ উন্মত্ত হইয়া দোহে প্রভু সন্নিধান। ব্রাহ্মণী নাচএ বিপ্র করে বাদ্য গান নাচিতেং প্রেমে বিহ্বলহইল। পাএর ঘুঙ্গুর তার ছিণ্ডিয়া পড়িল॥ তাহা দেখি ভঙ্গ হৈল ভাবের অঙ্কুর। যজ্ঞসুত্র লইয়া বান্দে পাএর ঘুঙ্গুর। এতদিন যজ্ঞসুত্র তোমারে ধরিল। ধারণ কারণ অদ্য সফল হইল॥ লঘু গুরু নাহি মানে কৃষ্ণ অনুরাগ। হৃদে প্রেম আছে যার সেই মহাভাগ। দেখ ব্রজাঙ্গনার প্রেম কিবা বৃন্দাবণে। বংশিরব শুনি জান কৃষ্ণ দরশণে॥ গুরু গৌরব কুলধর্ম্ম তেজি গোপীগণ। খানি গৃহ পরি হরি গেলা নিধুবন॥ আর দেখ যজ্ঞ পত্নি গনার চরিত্র। যজ্ঞ অন্ন আনি দিল শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্ত

রিপুভয় শাশি ভয় কিছু নাকরিল। লাজ ভয় ধর্ম্ম কর্ম্ম স
ব ভেষ্যা গিল ।কার সাধ্য আছে প্রেম বৈচিত্ত লক্ষণ। ল
ক্ষ কোটি গ্রন্থ বুজ বিলাস বর্ন্তন ॥

অথ ভক্তির মহিমা।

ভক্তিদেবী পাদপদ্মে অসংক্ষ্য প্রণতি। কৃপাকরি মম
হৃদে করহ বসতি ॥ তোমা বিনে বেল্লসব বিদ্যা বুদ্ধি ধ্য
ন। ভক্তি বিনে নহে সিদ্ধ হোম যজ্ঞ দান ॥ ভক্তিহিন হ
য়্যা করে সাধন ভজন। লবন বিহিন সাধু না হয় ব্যঞ্জন ॥
আছএ সুন্দর দেহ নাহিক নয়াণ। ভক্তিহিন জিব হয় পাষা
ন সমান॥ অমিয়া আনিয়া জদি পাষান সিঞ্চয়। ভক্তিবি
জ না থাকিলে অঙ্কুর নাহয় ॥ ভক্তি হিন জন করে মনসং
স্কার। সত্ত ধৌতে সেত বর্স্ত্র নাহয় অঙ্গার

অথ বস্ত্র হিন জনে পরে নানা অলঙ্কার।

বৃষ্টি বিনে সরোবর নাহয় পূরণ। বিনাভক্তি তৈছে হয়
ভজণ পুজন ॥ ভক্তি হিন পুজা জপ বেথা উৎপাৎ। পরি
শ্রম মাত্র জেন তুসেতে আঘাত ॥ আছয়ে সকল দ্রব্য না
হি অগ্নি জল। মনোহর বৃক্ষ আছে নাহি ধরে ফল ॥ অগ্নি
বিনে অন্ন দ্রব্য নাহয় রন্ধন। তৈছে ভক্তি বিনা জ্ঞান সবব
কারণ ॥ ফলহিন বৃক্ষ কেহ নাকরে প্রয়াস। ভক্তিহিন তে
ক মাত্র সকলি নৈরাশ ॥ ভক্তিমুক্তি দুই বস্তু নহে সম
জোগ। মক্তিক্ষয় হয় তার পাইলে ভোগাভোগ। ভক্তিসমি
পে মুক্তি কোন তুচ্ছ গণি। হয়্যা হতে থাইতে ভাল সর্করা
লবনী ॥ তুমি হও মুল বৃক্ষ সাধন ভজন। সাথা পত্রযো
গ জ্ঞান সংযম নিয়ম ॥ ভক্তির মহিমা কত কে কহিতে

পারে। ঋষি মুনি দেব গণ ভক্তিবাঞ্ছাকরে ।। তুমি ভক্তি
দেবি হও সর্ব্ব মূলাধার। সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার হৃদে বসজা
র। অত এব ভক্তি দেবি হয়ংগো সদয়। তব কৃপা হৈলে
মাত। সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।। আচার নিয়ম রূপ বিদ্যা জনধন
বিনে ভক্তি নাহি প্রাপ্ত শ্রীনন্দ নন্দন ।। পত্র পুষ্পফলজল
করয়ে অর্পণ। ভক্তিকরি দিলে প্রভু করেণ গ্রহন ।। রাজ
নিমন্ত্রণ প্রভু করিয়া বর্জ্জণ। বিদুরের খুদ হরি করিলা ভ
ক্ষণ ।। কেবল ভক্তির প্রিয় প্রভূ ভগবাণ । তাহার দৃষ্টান্ত ক
হি কর অবধান। নিচ জাতিব্যধ তার নাহি আচরণ। গল
দন্ত মাংস কৃষ্ণেকরিলা অর্পণ ।। শুনিল উচ্ছিষ্ট ফল সি
উরি ডুমিনী। প্রিত মুক্তে খাইলেন রামরঘু মনি। জাতি
জন নাহি চান ভক্তির কাঙ্গাল। মিতাবলি কোলে নিলা
গুহক চণ্ডাল। বয়োধিক হৈলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নাহি হয়। তা
হার দৃষ্টান্ত দেখ ধ্রুব মহাশয় ।। বিদ্যা হলে নাহি মিলে
প্রভু নারায়ণ। তাহার প্রত্যক্ষ্য দেখ গজেন্দ্র মোক্ষণ ।।
রূপ গুণ লাবন্যতা কোথা কুবুজার। প্রেয়সি করিয়া তা
রে কৈলা অঙ্গিকার। দারিদ্র সুদাম বিপ্র ধন হিনজন।
খুদ খাই তুষ্ট হলেন দৈবকী নন্দন। উগ্রসেন পৌরুষ বি
হিন কংস তাত। মথুরার রাজা তারে কৈলা জগন্নাথ।
প্রভু হতে ভক্তের প্রতাপ বলবন্ত। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ বি
র হন মন্ত। পূর্ব্ব রঘুরাম চন্দ্র সমুদ্র বান্দিলা। হনুমান
ভক্তি বলে সমুদ্র লংঘিলা। ভক্তি ভাবে বাঞ্ছাজান জস
দার হাতে। নন্দের পাএর বাধা নইলেন মাথে। ভক্তিক
রি এট ফল দেন সুধাগণ। ভক্তিবলে সুধা করেক্ষণে আ

রোদন। ভক্তি ভাবে শুনি হরে শ্রীমতি রাধার। রাধা কা
ন্তি মূর্ত্তি হলা সখি বারে বার। যোগী হয়ে শ্রীরাধার সা
ধিলেন মান। আপনা কাণ্ডারি হয়ে সাধিলেন দান। গো
লক তেজিএ কৃষ্ণব্রজেতে গমন। বৃন্দাবণ প্রকাশিলা প্রেমে
র কারণ ব্রজ বাসির ভক্তিপ্রেম কৃষ্ণেতে যেমন। যাহার যে
মত ভাব হইলা তেমন। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তি ভক্তি করনন।
কেবল ভক্তির প্রিয় শ্রীনন্দ নন্দন।

অথ ভক্তি শৃঙ্গার॥

ভক্তির শৃঙ্গার কিছু করিএ বর্ন্তন। অবিরত তাহাতে
সতর্ক থেক মণ। শ্রদ্ধা সুগন্ধি তৈলে মর্দ্দন করিবে। কি
র্ত্তণ উপটন তার অঙ্গে মাখাইবে। ঘুচাবে মনের কালি
ক্রোধ অভিমান। মনন শুনির জলে করাইবে স্নাণ। দয়া
রূপ গামছায় মর্জ্জুণ করিবে। লিনতা নিয়ম বস্ত্র তারে
পরাইবে। ভুসিত করিবে তারে নাম অভরণে। সাধু সে
বা কর্ন্ত ফুল পরাবে শ্রবনে। মান সিক নথ নাসা অগ্রেতে
রাখিবে। সাধু সঙ্গ কজ্জ লেতে নয়ান সাজাবে। বিশ্বাষ
আসনে তারে করিবে স্থাপণ। জটিলতা পরিত্যেগ নির্ম্ম
ল সাধন। হৃদয় মন্দিরে তারে বসাবে জতণে। সর্ব্ব দা
রাখিবে নাদিবে বিসর্জ্জণে॥ এইরূপ ভক্তি ভুষা কর সাস্ত
মন। ভক্তিরে তুসিলে পাবে শ্রীনন্দ নন্দন॥

অথ সাল গ্রাম।

সেবিত রাজ কন্যা উপাক্ষাণ।

এক রাজ গুরু গেলা রাজার আলয়। সংভ্রমে উঠী
য়া রাজা প্রনতি করয়। রাজ গুরু সেবা করে সাল গ্রাম

চন্দ্র। রাজ কন্যা দেখি তাহা পাইলা আনন্দ। সেবা সাঙ্গে
মাগে কন্যা গুরুর অগ্রেতে। এক মূর্ত্তি দেহ মোরে অর্চ্চ
না করিতে। শুনি গুরুদেব এক প্রস্তর লইয়া। সেই কন্যা
পুজিগিয়া জতন করিয়া। তাহা প্রাপ্তে প্রেমানন্দে আনন্দ
অন্তর। সাল গ্রাম চন্দ্র পুজা করে নিরন্তর॥ দুই রাজপু
ত্র ছিল কন্যা সহোদর। দণ্ড করি দুই ভাই গেলা স্থানান্ত
র। তারমধ্যে এক ভাই লএ সাল গ্রাম। নিবাস ত্যেজিএ
তেহো গেলা অন্য গ্রাম। তথায় সাল গ্রাম কন্যা দেখিতে
পাইল। দেহ ভাই মোর সেবা বিনএ কহিল। আমার ঠা
কুর ভগি তোরে দিব কেনে। তব হয় ডাকি লহ জাইবে
আপনে। এতশুনি ডাকে কন্যা কর জোড় করি। প্রভু উপ
নিত হৈলা হস্তের উপরি। তাহা দেখি ভাই তার আশ্চ
র্য্য হইল। বিনয় পুর্ব্ব কে নিজ ভগিরে স্তুতিল। ক্ষেম অপ
রাধ ভগি সার্থক জিবন। জন্মের দিপিকা তুমি সার্থকন্যা
ধন। পরে কন্যা গেলা নিজ স্বামির আলয়। সাল গ্রাম
পুজে তথা আনন্দ হৃদয়। সশুর গৃহেতে কন্যা করিল ম
নন। সভক্তা সহিতে কৃষ্ণ করিব পূজণ।

অথ সাল গ্রাম।

এক বুত আছে প্রভু মোর সম্বৎসর। পণ না করিহ
মোরে করি জোড় কর। স্বামি কহে কোন বৃক্ত কহত নি
শ্চয়। কৃষ্ণ প্রতি মতি তব জাবত নাহয়। তাহা শুনি পতি
তার ক্রোধান্বিত হৈল। ক্রোধ করি সালগ্রাম জলেফেলে
দিল। তাহা দেখি কন্যা ভুমে জায় গড়াগড়ি। মৌন হ
ইয়া রহে অন্ন জল পরিহরি। শ্বশুর শ্বাসড়ি বহু করয়ে

সান্তনা। তবু তার নাহি ঘুচে মনের বেদনা ॥ মনের উদ বেগে কন্যা হরিগুণ গায়। তেজি কোথা গেলে বলি ধুলা য় লোটায় ॥ ভক্ত অন্তর্যামি হরি প্রভু নারায়ন। কন্যার নিকটে আসি দিলা দরশণ ॥ অসম্ভব দেখি সভে চমকি ত মন। সগোষ্ঠি বর্গেতে করে হরি আরাধণ ॥

অথ সিংহ প্রতিমা উপাক্ষাণ ॥

একদিন মান সিংহ রাজা মহাশয়। বিগ্রহ দর্শণে অ গ্র দাসের আলয় ॥ সিংহদ্বারে বসি মালা করএ জপ ণ। হেন কালে নাভা দাসের তথায় গমণ। নাভাদাসে দেখি সিংহ প্রতিমা উঠীয়া। প্রনাম করএ সিংহ ভূমিষ্ট হইয়া ॥ তাহা মান সিংহ রাজা সচক্ষে নেহারি। নাভা দাসে স্তুতি করে প্রদক্ষিণ করি ॥ ধন্য২ নাভা তব কিকব মহিমা। প্রনাম করিল যারে কেশরি প্রতিমা। অচিন্ত্য ভ ক্ত সক্তি কেকহিতে পারে। ললাটে লিখিত অবহেলে দূ র করে ॥

অথ পরেস নাথ চুরি।

দুই সাধু গেলা রঙ্গনাথ দরশণে। শ্রীমন্দির নাই প্রভু র দেখিল নয়ণে ॥ মন্দির বলিয়া দিব মনে যুক্তি করি ধন লাগি দোহে গেলা করিবারে চুরি। পরেস নাথ মন্দি র জনে প্রবেসিল। পরেস পাইয়া তেহোঁ উল্লাশ হইল ॥ বাহির হইতে নারে মন্দির হইতে। কি উপায় করি মনে লাগিলা চিন্তিতে। সাধু যুক্তি ধরি মুই করিল হরণ। ই হার উচিত দণ্ড দিলা নারায়ণ ॥ সাধুর কলঙ্ক ইথে হবে বহুতর। কিহবে উপায় ইথে ভাবে নিরন্তর ॥ ভিতর মন্দি

রে জেই জনগিয়াছিল । পরেশ পাথর নিএগা অন্য চোরে দিল । ভিতর হইতে তারে করে নিবেদন । আমার মস্তক তুমি করহ ছেদন ।। মস্তক আমার আর লহ পরশমুনি ঝটিতে পলাইয়া জাহ শুন মোর বাণি ।। সিধু গতি জাহ রঙ্গনাথ বিদ্যমান । মুনি বিক্রী করি গৃহ করহ নির্ম্মাণ ।। এতেক শুনিয়া সেই জেমতি করিল । মস্তক কাটিয়া মুনি লইয়া চলিল ।। রঙ্গনাথ নিকটেতে জেই মাত্র গেল । সির হিন জনে অগ্রে তথায় দেখিল ।। তাহারে দেখিয়া তথা বিষ্ময় হইলা । ধন্য রঙ্গ নাথ প্রভু ধন্য তব লীলা ।। দিন বন্ধু দয়াময় শুনেছি পুরাণে । সাক্ষাৎ বিদিত তাহা দেখিল নয়নে । রঙ্গনাথ শ্রীমন্দির করিল প্রকাশ । আনন্দিত হৈয়্যা দোহে তথা করে বাস ।।

অথ হংস উপাক্ষাণ ।।

কুষ্ঠ ব্যাধি যুক্ত এক আছিল রাজন । আরোগ্য লাগিয়া রাজা চিন্তে মনে মন । নানান ঔষধি রাজা করিল । সেবন । তথাপি নাহয় তার ব্যাধি বিমোচন । তবে এক বৈদ্য তারে দিল উপদেশ । ভক্ষনেতে হংস মাংস হইব বিশেষ ।। হংস লাগি ব্যাধ গণে কহিল আনিতে । কোন ব্যাধ হংস লক্ষ নাপারে ধরিতে ।। সাধু বেস ব্যাধ এক ধরিলা কপটে । সাধু দেখি হংস আইলা তাহার নিকটে প্রনাম করিল আসি তাহার চরণে । হেন কালে ব্যাধ তারে করিল ধারণে ।। সাধুর কলঙ্ক হবে জানি অন্তর্যামি । বৈদ্যরূপ ধরি হরি আইলা আপুনি ।। নৃপে জিজ্ঞাসেন

আসি ছদ্ম বেস হৈয়্যা। হংস বধ কর তুমি কিসের লাগি য়া। পাপনা হইলে ব্যাধি কভু নাহি হয়। হিংসায় পাপে র বৃদ্ধি জানহ নিশ্চয় ॥ পঙ্ক হইতে পঙ্ক ধৌত কে করিতে পারে। তেমতি ইচ্ছুক তুমি হংস মারিবারে। আমার ঔষধি তুমি করহ শ্রবণ। অবশ্য হইবে তব ব্যাধি বিমোচ ন॥ তাহা শুনি নৃপবর কাতর হইল। উপজিল জ্ঞান তার চরণে পড়িল॥ কৃতার্থ করিলে মোরে দিয়া দরশন। তো মার দর্শনে মোর সফল জিবন ॥ দৃষ্টি মাত্র সর্ব ব্যাধি হ ল বিমোচন। দয়ার সাগর প্রভু বৈদ্য নারায়ণ॥

অথ দত্তাত্রেয় বিবরণ।

বন্দিব সাদরে দত্তা ত্রেয়র চরণ। ত্রিদেব হইতে হইল জাহার জনম ॥ অবধৌত গুনাগুণ আছে ভাগবতে। মো অধম দুরাচার কি পারি লিখিতে ॥ ত্রিদেব দত্ত ইথে দ ত্তাত্রেয় নাম। তাহার চরণার বৃন্দে অসংখ্য প্রনাম ॥ তা হার চরিত্র কিছু করি নিবেদণ। প্রথমে লিখিব তার জন ম কথণ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে যুক্তি করি। অতিথ হইয়া গেলা ছদ্ম বেস ধরি ॥ অনুসুয়া সতি স্থানে গেলা তিন জন। খুধাত্তিক আছি মোরা করাও ভোজন। সাধ্ দেখি অনুসুয়া কৃতার্থ হইয়া। অন্তস্পুর গেলা দেবা রন্ধ ন লাগিয়া ॥ অন্ন ব্যঞ্জন আদি করিয়া রন্ধণ। ডাকিলে ন তিন জনে করিতে ভোজন ॥ হেন কালে ছল করি কহে তিন জণ। ভোজণ করিব কিন্তু আছএ নিয়ম ॥ পায়স ক রহ যদি হৈয়া উলঙ্গিণী। নতুবা ফিরিয়া জাব শুনহ ব্রাহ্ম ণি। এত শুনি অন সুয়া সঙ্কটে পড়িল। সঙ্কট তার পক

ত্তা ঈশ্বরে ডাকিল ।। ইষ্ট স্মোরি গণ্ডুষেক জল হস্তে ল
য়া । তিন জন গায়ে জল দিয়া ফেলাইয়া । জেই মাত্র সে
ই জল অঙ্গেতে পড়িল । অকস্মাৎ তিন জনে শিশু রূপ
হৈল ।। শিশু দেখি অনু সুয়া হৈয়া উলঙ্গিণী । পায়স ক
রিল অভে হৈয়া আহ্লাদিনী । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চিন্তে
মনে মন । অনূসুয়া হাথে কিসে হব বিমোচন ।। শুনিয়া
নারদ মুনি হৈল চমকিত । লক্ষি দুর্গা স্যাবিত্রি নিকটে উ
পনিত । সকল বিত্যান্ত দেবি গণে নিবেদন । সকাতরে
দেবি গণ সত্তরে চলিল । অনু সুয়া নিকটেতে হৈল আদি
ষ্টান । অনু সুয়া ভুমে পড়ি করএ প্রনাম ।। অদ্য ই আমার
সাতা সফল জিবন । অহ ভাগ্যে মোর গৃহে হৈল পদাপ-
ণ ।। সাবিত্রি কমলা দুর্গা কহে বিদ্য আনি । আমাদের প
তি কৃপা করি দেহ দান ।। তিন দেবে কোলে করি সম্মুখে
আনিল । অপরাদ ক্ষেম বলি চরণে পড়িল । ব্রহ্মা বিষ্ণু
মহেশ্বর দিল বরদান ।। মোদের সাদৃস এক নহে গো সন্তা
ন ।। ত্রিগুণ হইতে এক পাইল সন্তান । অত এব থুইল তা
র দত্তাত্রেয় নাম ।। জন্ম বধি সেই পুত্র ঈশ্বরে নৈষ্ঠিক । স
র্ব্ব জিবে সম দয়া পরম ধার্ম্মিক ।। অবধুত বেস ধরি কর
এ ভ্রমণ । হেনকালে জদু রাজ পাইল দরশণ । প্রনমিয়া
জদু রাজ করে নিবেদন । কেন্তুমি কোথায় জাও কহ বিবর
ণ ।। কি কারণে দ্বিজ তুমি ভ্রম একেশ্বর । স্থির সান্ত দান্ত
তুমি সুদ্ধ কলেবর ।। এমন ঔদার্য্য বুদ্ধি পাইলে কোথা
হৈতে । কৃপাকরি কহ নাথ ধরি চরণেতে । কহ দ্বিজ বর
তব আনন্দ কারণ । অবধোত দ্বিজ তবে কহে বিবরণ । অ

সেক আমার গুরু কহি বিদ্যমান ॥ জেজে স্থানে সিক্ষা মোর কহি তব স্থানে ॥ পৃথিবি পবণ বহ্নি আকাস সুন্দর রবি সসি আপ সিন্ধু গজ মধুকর ॥ কপোত পতঙ্গ আর অজগর মিন। পিঙ্গলা অরুরপক্ষ জমারি হরিণ ॥ উন্মত্তাভি সরকৃৎ আর মধু হারি। এসব আমার গুরু রত মেস থারি ॥ এইসে চব্বিস গুরু করিয়া আশ্রয়। জার যাইতে সিখিল শুন মহাশয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে জদুরাজ অবধৌত সংসাদে ১ পৃথিবি ২ বাউ ৩ আকাস ৪ আপ ৫ দৃথা ৬ চন্দ্রমা ৭ রবি ৮ কপোত ৯ অজগর ১০ সিন্ধু ১১ পতঙ্গ ১২ মধুকৃত ১৩ গজ ১৪ জমারি ১৫ সরকৃত ১৬ সর্প ১৭ উন্মত্তাভি ১৮ সপিস কৃত ১৯ মধুহা ২০ হরিণ ২১ মিন ২২ পিঙ্গলা ২৩ অরু ২৪ রজুক। এতেমে গুরু বোরাজে গ্র চব্বিস সত্তি রাশ্যিতা ॥

১ অথ পৃথিবী।

বন ও পর্ব্বত।

শান্ত দান্ত ধর্য্য তায় পৃথিবি জেমন। সেইরূপ সাধু ব্যেক্তি করিবে পালণ ॥ পঙ্ক চন্দন দুই তুল্য করি জ্ঞাণ। শুখ দুস্ক সমজ্ঞাণ মান অভি মাণ। মল মুত্র ত্যেগ করে পৃথিবি উপরে। খনন পূরণে মুর্ত্তি দুস্ক নাহি করে। সেই সর্ব্ব গুন সিক্ষ্যা পৃথিবির স্থানে। কহিএ পরম তত্ত্ব তব বিদ্যমানে ॥

২ পবণ।

সমিরণ সর্ব্ব ঠাই করেণ গমন। ত্রিধিণাম রাউ হইতে

সব দরশণ॥ দোশ গুণ নাহি দেখে আছে সর্ব্বত্রিরে। স
র্ব ঠাই রহে বাউ অন্তর বাহিরে॥

৩ আকাশ।

আকাস অনিল জেন আছে সর্ব ঠাই। সিখিয়া তাহার
গুণ সর্ব্বত্রে বেড়াই। আকাসে জনমে মেঘ আকাসে মিশা
রে। তভু মেঘ আকাস পরস নাহি করে॥

৪ জল।

নিরাকাখি নর্ম্ম গতি জিবের জিবন। আপু দেহ দিয়া
জিব করয়ে পালণ। সুশিতল নির্ম্মলতা তাপ করে দুর
পর্শ মাত্র নিরাঙ্কুর ধরাণ অঙ্কুর॥ তির্থ স্থানে থাকি ক
রে উৎ পাত গুহন। সভা কার পাপ তাপ করে বিদারণ
ণ। এই সিক্ষা জল হৈতে পাইল সত্তর। জিব পরিত্তেন
য করি তুমি নিরন্তর।

৫ অগ্নি।

মহাতেজ ধরে অগ্নি দিপ্ত কলেবর। জোতির্ম্ময় তেজ
পুঞ্জ অতি ভয়ঙ্কর॥ এধর্ম সিখিল মুই আনলের হাতে
আছে অদর্শণ হয়ে কেহ নাহি জানে।

৬ চন্দ্র।

সশধর হানি বৃদ্ধি দেখে সব নরে। সদাপূর্ণ ভাবে চন্দ্র
বিরাজিত করে। এইরূপ নিত্য আত্যা অজয় অমর। এ
ধর্ম সিখিল মুই চন্দ্রের গোচর॥ জনম মরণ গতি পুন
শোক ভয়। এসব দেহের গতি জিবে নাহি হয়। চিদান
ন্দ ময় আত্মা নাভোগে বিসয়। পূর্ণ নন্দ পরমাত্মা জা
নিহ নিশ্চয়॥

৭ সূর্য্য।

রবির বিহরে রস সূর্য্য নাহি জানে। এই রূপ পরমাত্মা

জ্ঞানিই বিধানে। সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত ঋষি মহাশয়। ভো
গা ভোগ দেহে ন্দি য় সকর্ম্ম ভুঞ্জয়। [illegible]

॥ ৮ কপোত ।

অত্যন্ত প্রনএ হয় জিবের বিনাস। প্রনয় রহিত সিক্ষা ক
পতের পাস॥ আছিল কপত এক বনের ভিতরে। কপ
তি ভার্য্যার সাহ সর্ব্বদা বিহরে॥ তিলেক নাছাড়ে কেহ
আঁখির অন্তর। এই রূপ রঙ্গে পক্ষ অরন্য ভিতর॥ কথ
কটি অণ্ড তার জন্মিল উদরে। দোঁহে মেলি অণ্ড সেবা
নিরবধি করে॥ কথদিনে পরে অণ্ড ফুটিল সকল। জন্মি
ল সব শিশু সব অত্যন্ত কমল॥ পুত্র মুখ দেখি দোঁহার বা
ড়িল পিরিতা। বিষ্ণু মায়া বিমোহিত কপত কপতি॥ এ
ক দিন গেলা দোঁহে আনিতে আহার। কপোত কপোতি
মেলি বনের মাঝার॥ আহার নিমিত্ত দোঁহে ফিরে বনে
বনে। হেন কালে এক ব্যাধ আইল শিশু স্থানে॥ শিশুগ
ণে ধরি ব্যাধ রহে কথ দূরে। কপত কপতি আইলা হেন
অবসরে॥ শিশু না দেখিয়া দোঁহে ফিরে বনে২। দেখে
জালে বন্দি হৈয়া আছে শিশুগণে॥ দেখিয়া কপোতি
হইলা অন্তরে দুঃখিতা। ভূমেতে পড়িয়া কান্দে শোকে
বিমোহিতা॥ বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতি দুখিনী।
ঝাপ দিয়া জালে বন্দি পড়িলা আপনি॥ কপোত দেখি
য়া তবে এতেক বিধান। কোন কার্য্যে আর মোর রাখিব
পরাণ॥ এই রূপে কান্দে পক্ষি করিয়া বিলাপ। ধরিতে
না পারি পক্ষ মনের সন্তাপ॥ ঝাপ দিয়া কপোত পড়ি
ল সেই জালে। পক্ষ গণ লৈয়া ব্যাধ নিজ গৃহে চলে॥ এই

রূপ কুবুদ্ধি গৃহস্থ দুরাশয়। অট্টুট তরণে তার আজন্ম দুঃ
সহ॥ অসার সংসারে মজে ঈশ্বরে বঞ্চিত। এধর্ম বুঝি
য়া রাজা হিত কর চিত্ত। নর দেহ পেয়ে জিব গৃহে দিবা রা
তি। দুঃখ ভোগ মাত্র তার অন্তে অধোগতি।

৯ অজগর।

আহারের লাগি কভু নাকরি সন্ধান। এসিক্ষা পাইল
মুই অজগর স্থান। অজগর কর্ম্ম দ্যম কিছু নাহি করে।
তথাপি আহার হরী জোগান তাহারে। জগতের পিতা
কৃষ্ণ যগত পালক। স্থাবর জঙ্গম কিট পতঙ্গ রক্ষক। চি
ন্তামনি নাম তার অচিন্ত্য সকতি। দীনবন্ধু দয়াময় অ
গতির গতি। মুখোদর সৃজি প্রভু যোগান আহার। মাতৃ
স্তনে পুর্ব্বে দুগ্ধ করেণ সঞ্চার।

১০ সিন্ধু।

গাম্ভির্য্য ধিরতা গুন সমুদ্র জেমন। সীখীলগাম্ভির্য্য
গুণ সাধু দরশণ। ১১ পতঙ্গ।

রুপের লাবর্ন্ন দেখী নাহবে মোহীত। পতঙ্গ গোচ
রে মোর এধর্ম্ম সাক্ষীৎ। দিপ সীখা দেখী যৈছে পো
ড়য়ে পতঙ্গ। করীনীর পরস লাগি আবদ্ধ মাতঙ্গ। অত
এব নার ধান রূপের নিকট। হেরীলে হারাবে প্রাণ হইবে
সঙ্কট। ১২ মধু মক্ষীকা।

বহু দুঃখে ধন অথ করএ সঞ্চয়। দাননা করিলে অর্থ
সব বেল্লক্ষয়। ২ মধু মাছি যারা মধু আনে নয় খায়।
তৈছে ধনী দান হীন পরাণ হারায়। ১ বহু জত্ন করী মধু
করএ সঞ্চয়। অনেক জক্ষ এহয় পরাণ সংশয়। দানেতে

দুর্গতী পাকে স্নাতের শিষ্যগণ। দানে যোক হয়ে আছে বেদের কথা। উপার্জিত করিলে অর্থ অদী নাহী ছাড়ে। দক্ষ না করিলে অর্থ উপার্জ্জন নাহে। মধু কৃত হানে মুই এ কর্ম্ম শিখীল। অতএব সকলই হেত্তপরাণ হারাল।

১৩ গল্প।

অবলা সরলা নহে পুরুষ মায়াধারি। দৃষ্টি মাত্র পুরুষের মন করে চুরি॥ যতি জপ বচনে পরস নাহি করে। যদি পরশ করে ধর্ম হয় মায়া নিরে॥ দ্বার মধ্যে নারি যদি করে নিরক্ষণ। ঋষি তপস্বির মন করএ হরণ। থাক অন্যের কাজ শিবেরে মোহিল। মহিনি হেরিয়া হর মোহিত হইল। ত্রিসন্ধ্যা কামে যদি যতি মতি ভাঙ্গে। গজরাজ বন্দি যেন করি নিজ সঙ্গে॥ গজের বন্ধন দেখি ত্রিভঙ্গ তেজিল। মাতঙ্গ নিবন্ধ দেখি দিব্য জ্ঞান হৈল।

১৪ অধ্যায়।

এক দ্বিজ ঘরে এক আছিল কুমারি। তাহার সম্বন্ধে আইলা জনা দুই চারি। পিতামাতা বন্ধুগণ নাহিক মন্দিরে। আপনি ব্রাহ্মণি কন্যা পূজিল সাদরে॥ সেবা লাগি গৃহ মধ্যে করিয়া প্রবেশে। তণ্ডুল কারণে ধান্য ভঞ্জেন আবেশে। ধান্য আর দিতে শঙ্খ শব্দ উঠোল। লজ্জিত হালিয়া কন্যা লজ্জা স্থিত হৈল। একে২ সব শঙ্খ করিল ভঞ্জন। দুই২ গাছি শঙ্খ রাখিল তখন। পুন ধান্য ভাঙ্গে কন্যা আবেশ হইয়া। তবু শঙ্খ শব্দ উঠে ঘয় মুক্ত হৈয়া॥ দুই হাথে দুই গাছি হস্তেতে রাখিয়া। একেক গাছি শঙ্খ দিল ফেলাইয়া। এক গাছি শঙ্খে শব্দ নিঃশব্দ হইল। আ

নন্দিত হৈয়া খান্য ভাঙ্গিতে লাগিল । বহু সংখ্য টনে হয় ভজন রহিত । তৈছে একেশ্বর ভূমি হৈয়া আনন্দিত । একান্ত হইয়া করে শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চণ । ভজন বিরুদ্ধ হয় বহু সংঘটন ।।

১৫ সর কৃৎ কর্ম্মকার ।

চিত্তস্থির করি কৃষ্ণ পদে রাখ মন । স্থির চিত্ত হৈয়া ভজ বৃজেন্দ্র নন্দন । ব্যাপ্ত অত্যান্তরে রূপ করিবে ধারণ । যেন সররকৃৎ তির করয়ে গঠণ ।। এক দিন রাজার বিবাহ জায় পথে । কর্ম্মকার গঠেতির হেন্ট করি মাথে ।। সরগত চিত্তার নাহি অন্য জ্ঞাণ । কিছু না জানিল সেই বিবাহ গমণ ।। সরগত চিত্ত অন্য নাহি অবধান । এধর্ম্ম সিখিল মুই সর কৃৎ স্থান ।

১৬ সর্প ।

যতি ধর্ম্ম করি গৃহে না করিবে আস । সর্প যৈছে পর গৃহে সদা করে বাস ।। গৃহ পরি হরি আমি এইসে কারণ । সর্প পাষ এই ধর্ম্ম করিল ধারণ ।।

১৭ উর্ণনাভি ।

উর্ণনাভি উর্ণ সূত্র শৃজিয়ে বদনে । সেই উর্ণ সত্রে করে গৃহের নির্ম্মাণে । পুন সেই সুত্র রাক্ষে করএ ভোজন । আপনে শৃষ্টিএ পুন করয়ে ভঞ্জন । সর্ব্ব শক্তি সম্বরিয়ে প্রভু মাত্র রয় । নিরাধার নিরালম্ব জনের আশ্রয় । সেই রূপ গুণ মুই বলি বিষ্ণু মায়া । জগত শৃর্জয়ে সেই মায়া আচ্ছাদিয়া ।। মায়ায় করেণ হরি জগত নির্ম্মাণ । প্রলয়ে সংহরে হরি পূর্ব্ব ভগবাণ ।।

১৮ পেসকৃৎ অর্থাৎ অম্বিড়া পোকা।

ইষ্ট ভক্তি নিরবধি একান্ত করিয়া। সর্ব্বদা করিবে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া॥ অম্বিরে পতঙ্গ যৈছে বিদ্ধ আরিসলে। পেসকৃত মূর্ত্তি সেই ভাবএ বিরলে। অন্তি কিটমূ হয় ভাবিতে২। তেমতি করেণ হরি সাধিতে২॥ অতএব অম হৈয়া কৃষ্ণ কর ধ্যাণ। ইহ লোকে পর লোকে হইবে কল্যাণ॥

১৯ মধুহ ভ্রমর।

যথালাভে সন্তোষ হইয়া থাকি আমি। অত্যন্ত লোভের দোষ বিধিমতে জানি। কেতকী পুষ্পেতে যৈছে বন্দি হয় ভৃঙ্গ। পুষ্প রজ কণ্ট কেতে জির্ণ হয় অঙ্গ। লোভি ভৃঙ্গ মধু লোভে পদ্ম মধ্যে যায়। মধু পানে মত্ত হৈয়া দিবস গোঙায়॥ নিসি কালে পদ্ম পুষ্প হএন মুদিত। ভৃঙ্গ বদ্ধ হৈয়া থাকে প্রাণে শঙ্কিত। অতএব লোভপাপ করিবে বর্জ্জণ। কৃষ্ণ পদ লোভি আসা কর সর্ব্বক্ষণ॥

২০ মৃগী।

গ্রাম্যগিত কদাচিত নাশুনিবে কাণে। বংসি ধ্বনি করি ব্যাধ মৃগি মারে বাণে॥ মৃগি দসা দেখি গ্রাম্য গিত নাহি শুনি। নির্জ্জনেতে কৃষ্ণ ভজি শুন ব্রহ্মধনি॥ বেস্যা দেখি বান্দি হৈলা মুনি ঋষ্য শৃঙ্গ। দিপ সিখা রূপ দেখি পড়োয়ে পতঙ্গ॥

২০ মিন।

জিহ্বার লালসা রসে বন্দি হয় মিন। বড়সির টোপে মচ্ছ প্রাণে হয় হিন। তাহা দেখি তেজি মুই জিহ্বার লালসা। কৃষ্ণ নামামৃত পান কেবল মানসা॥ রসনা ইন্দ্রিয়

রস যেকরে দমন। অনা আসে সেই জপ জিনএ সমণ ।।

২২ পিঙ্গলা।।

আছিল পিঙ্গলা বেস্যা বিদ ভূনগরে। যে ধর্ম্ম সিখি
ল তাহা কহিব গোচরে ।। এক দিন মুক্তি কৈল সৈরিন্দ্রি
পিঙ্গলা। ধন কাম লোভে বেস্যা হইয়া ব্যাকুলা।। সঙ্কে
ত করিল এক সাধুর দুয়ারে। আভ্বান করিল তারে আ
সিতে মন্দিরে।। রজনি সময় জেই দিল দরশণ। বসনে
ভুষণে অঙ্গ করিবি ভুষণ।। ঘর হইতে বাহির বাহির হৈ
তে ঘর। এই রূপ করি বেস্যা ফিরে নিরন্তর।। এই আই
সে কান্ত মোর হইয়া প্রসয়। কত আইসে কত জায় নাহি
ক নিশ্চয়। এইমত চিন্তার্ম্ভিত হইয়া পিঙ্গলা। ছট ফট
করে বেস্যা হইয়া আকুলা।। অর্দ্ধ নিসা বহি ভুত এমত
প্রকারে। হেন কালে বৈরাগ্যতা জন্মিল অন্তরে।। ধিক২
ধিক মোর ধিক মম আশ। ব্যেথা লোভে আপনার কৈ
ল সর্ব্ব নাশ। অসাস্ত পুরুষ তারে কান্ত বুদ্ধি করি। বৃথা
কাল গেল মোর ধন আসাধরি। শ্রীকৃষ্ণ উত্তম কান্ত সর্ব্ব
ফল দাতা। সর্ব্ব লোক গতি পতি বিধির বিধাতা। সকলে
র আত্তো হন রূপের মুরারি। এহেন জগৎ পতি দূরে প
রি হরি। কৃষ্ণ পতি স্ফূর্ত্তি যেই হইল তার মনে। সরণ ল
ভিল বেস্যা শ্রীহরি চরণে।। তেজিয়া দুরাসা বেস্যা শ্রীকৃ
ষ্ণে ভজিল। পিঙ্গলা দেখিয়া আমি সেধর্ম্ম সিখিল।।

২৩ গরুড় পক্ষ।

যতি হয়্যা যেইজন করএ সঞ্চয়। অবস্য জানিবে তার
প্রানের সংসয়।। তাহার দৃষ্টান্ত এক করি নিবেদন। আ

ছিল গড়ুর পক্ষ গহন কারণ। খাদ্য দিয়া পেয়াপক্ষচঞ্চু মধ্যে রাখে। হেন কালে অন্য পক্ষ দেখিল তাহাকে॥ হরিয়া গড়ুর পক্ষ মাংস লৈয়া জায়। তারে মারি অন্য পক্ষ মাংস লৈয়া খায়। সেই হেতু সংযোগ উদযোগ নাহি করি। নিজ সুখে থাকি মুই চিন্তা পরিহরি॥

২৪ ডিম্ভক অর্থাৎ বালক।

অভিমান অপমান কিছু নাহি গণে। এশ্বর্য্য শিখিলমুই বালকের স্থানে। চোর অগ্নি মৃত্ত্ব ভয়ে নাহি করে ত্রাস। উদর পুরণে থাকে মনের উল্লাস। ভাগবৎ আচার্য্যে স্মোরি শ্রীচরণ। চরিব ভক্তের তত্ত্ব সংক্ষেপ বর্ণন॥

অথ নামা গুপ্ত প্রাপ্ত।

আছিল ধার্ম্মিক কৃষ্ণ ভক্ত দ্বিজ বর। হৃদি মধ্যে কৃষ্ণ নাম জপে নিরন্তর॥ প্রকাশ করিয়া নাম নাকরে গ্রহণ। সদানন্দে থাকে চিত্ত হইয়া মগণ। লোকে জানে হরিনাম বিপু নাহি করে। নিন্দা করে সভে তার পত্নির গোচরে॥ হইয়া মানব জন্ম তাহাতে ব্রাহ্মণ। নাম গান নাহি মাত্র উদর পালণ। শুনিয়া ব্রাহ্মণি তাহা বেথিত হইল। ব্রাহ্মণ নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল॥ ধিক২ বিপ্র তব জন্ম গেল বৃথা। ব্রাহ্মণ হইয়া নাহি কহ কৃষ্ণ কথা। শুন অবোধিনি পত্নি কহিয়ে তোমারে। ভব ধর্ম্ম নহে শিক্ষা করাইতে আমারে॥ ক্রোধ করি তার পত্নি কহিল ব্রাহ্মণে। নাম নাহি লহ যদি তেজিব পরাণে॥ মর্ম্ম ছেদ কথা শুনি কাতর ব্রাহ্মণ। এত দিনে কৃষ্ণ মোরে কেনে বিড়ম্বন॥ হে গোবিন্দ চিদানন্দ আছিলা অন্তরে। কিযোগে হৃদয় না

থ হদি জাবে ছেড়ে ॥ অথ নামাগত প্রাণ ॥

এতেক কহিয়া দ্বিজ করিয়ে আপন । কৃষ্ণ২ কৃষ্ণ বলিতে জিল জিবন ॥ তাহা দেখি গ্রাম বাসি হৈয়া চমৎকার । ধন্যহে ব্রাহ্মণ ভক্ত মহিমা অপার । অন্যের হৃদয় ভক্ত অ ন্যে নাহি জানে । জপ যেছে নিজ মুনি রাখয়ে গোপনে ॥

অথ নাম মাহাত্ম্য

শুনহ২ অরে মোন করি নিবেদন । সদা রাম কৃষ্ণ নাম কর হ ভজন ॥ শ্রীকৃষ্ণ নামব্রহ্ম সর্ব্ব মুলাধার । সর্ব্ব সক্তি দি লা নামে করিয়া সঞ্চার ॥ সত্যত্রেতা দ্বাপরেতে হোম য জ্ঞ দান । কলিযুগে সর্ব্ব সিদ্ধ লইলে কৃষ্ণ নাম ॥ পূজা হোম জাগ জজ্ঞ আছয়ে নিয়ম । নাস্তি কালা কাল নাম করিতে শ্বরণ ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ২ হরেহরে । হরে রাম হরে রাম রাম২ হরে হরে ॥ সদা হরে কৃষ্ণ রাম কর হ ভজন । ভজিলে পাইবে হেলে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ অচিন্তনা মের সক্তি কেকহিতে পারে । আগম নিগম বেদে নারে বর্ণ্তি বারে ॥ সুমেরু সমান করে সুবর্ণ্ণ প্রদান । প্রয়াগে মকরে করে ত্রিবেনিতে স্নান ॥ ধেনুব২ শত কোটিকরে সম্পদান । তথাপি নাহয় তুল্য নামের সমান ॥ মধুর হ ইতে নাম বড়ই মধুর । মঙ্গলের মঙ্গল হয় মঙ্গল প্রচুর ॥ হেলায় শ্রদ্ধায় জদি কৃষ্ণ নাম লয় । সদামাত্র কৃষ্ণনাম স র্ব্ব পাপ ক্ষয় ॥ অপার সংসার নামে হেলে পারহয় । স মূল সহিত সর্ব্ব ব্যাধি পাপ ক্ষয় ॥ বিপদ বিনাশে শেষে কৃষ্ণ ভক্তী পায় । রোগ রোগি তাপ পাপ দুরেতে পালায় ॥ জগা রাত্রি পড়ে যেছে পরমে আনল । তেঁছে পাপ পুড়ি

সেই হয় সুনির্ম্মল ।। সরতে সিসিরে করে সুনির্ম্মল নির
তেমতি করএ নাম নির্ম্মল সরির ।। এক কৃষ্ণ নাম লৈলে
জতো পাপে মুক্তি । ততো পাপ মহা পাপী করিতে অস
ক্তী ।। প্রভু হইতে শ্রেষ্ট প্রভুর নামের মাহাত্ত্য । পঞ্চ বক্ত
সদাশিবজ্ঞানের মাহত্ত্য ।। আপনে ভাঙ্গিলা প্রভু শিব গা
ণ্ডিব বাণ । ভব ভয় ভঞ্জে ভক্ত লয়ে কৃষ্ণনাম । অর্জুন সুগ্রি
ব হরি বিভিষণ সখা । নাম্ব দিন বন্ধু কতো নাহিতার লে
খা ।। সত্য ভামা ব্রুতে কৃষ্ণেত্তলনা করিতে । নানারত্ন জত্ন
করি ধরিলা তুলাতে ।। এক দিগে নাম থুইলো আর দি
গে হরি । উঠালেন বিশ্বম্ভর নাম হলো ভারি ।। স্বয়ং ভগ
বান সিন্ধু করিলা বন্ধন । ভব সিন্ধু সুসে ভক্ত করিয়া স্ম
রণ ।। প্রভু নিজে করিলেন অহল্যা উদ্ধার । নামেতে অন
ন্ত কোটি পাপীর নিস্তার । সাস্তি শনি পুত্রছিলো জমের
সদনে । জমের নিকট হইতে আনিলা আপনে । নাম ল
য়ে বহু ভক্ত সমন জিনীলো । নাম সব্দ সুনি জম দুরে পা
লাইলো । তাহার দৃষ্টান্ত অজামিল উপাক্ষাণ । পুত্র ভা
বে নাম লয়ে পাইলো পরিত্রাণ । উলটীয়া নাম করেম
রা২ ধ্বনি । বাল্মীক মরাজপী হলো মহামুনি । সাটিহাজা
র বর্ষ পরে রাম অবতার । বাল্মীক গ্রন্থপুর্ব্বে করিলা প্রচা
র । নাম লাগি জোগিসদা সিব পঞ্চানন । অনন্ত জপাতে
নাম অনন্ত বদ্যণ । বিরাঞ্চিনারদ সুক উদ্ধরেতা গণ । সা
রদা গনেস নারে করিতে বর্ণ্ণন । নামের মহিমা গুন ক
হিতে অপার । নাম লাগি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার ।

অথ ছদ্ম বেশ ধারি সপচ সাধু ।

আছিল স্বপচ এক অরন্য ভিতর। তাহার পদারবৃ
ন্দে প্রনতি বিস্তর॥ রাম অবতার অগ্রে জনম তাহার॥
তাহার চরিত্র কিছু করিব প্রচার। নিশি অব সানে করে
পথ সংমর্জ্জন। জেই পথে স্নানে মুনি করেণ গমণ॥ তা
হা দেখি মুনি এক সন্তোষ পরাণ। কৃপাকরি তারে মন্ত্রক
রিলা প্রদাণ। মন্ত্র দিয়া উপদেশ করিলা তাহারে। সাধণ
করিবে মন্ত্র পরম সাদরে। ত্রেতা জুগে রাম চন্দ্র ব্রহ্ম স
নাতন। অজুধ্যা নগরে প্রভু লইবা জনম। পিতৃ সত্য লক্ষে
জিবে করাতে নিস্তার। অহল্যা রাবণজন্য করিতে উদ্ধার
আসিবেন রাম চন্দ্র গহন কারণ। সেইকালেরাম চন্দ্র পা
বে দরশণ। মন বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে দেখি চান্দ মুখ। ঘুচিবে
সকল দুঃখ পাবে মহা সুখ॥ এত বলা গুরু তার হল্যা অ
ন্ত ধ্যান। গুরু মন্ত্র জপে সাধু হইল দিব্য জ্ঞাণ॥ পথ সং
স্কার হেতু পাইল হেন ধন। সেই লোভেপুন পথ করে সং
মার্জ্জন॥ দৈবে এক ঋষি পথে স্নান করা জায়। তাহার
অঙ্গের ছায়া লাগে ঋষী গায়॥ অঙ্গ ছায়া পেয়া ঋষী স
ক্রোধ অন্তরে। স্নান করা বারে গেলা পুন সরোবরে॥ জ
ম শুদ্ধের জল জলে জখন ফেলিল। রুধির সক্রিয়া নীর
সরোবর হল্য॥ তাহা দেখা মুনি হৈল বিষয় বদন। স্বপ
চের অঙ্গ ছায়া বুঝায়ে কারণ॥ এই রূপ আপ্ত চিত্তেকরি
য়ে জোজনা। স্থানান্তরে গেলা মুনি করিয়ে ভাবনা॥

অথ স্বপচ সাধু।

জখন শ্রীরাম সিতা সহীত লক্ষ্মণ। রাবণেরবধ লাগি
বনে আগমন॥ ঋষী মুনী গন গেলা রাম ভক্তি ধ্যান।

মুখে আশীর্বাদ করে অন্তরে প্রনাম ॥ তপস্যার ফল রা
ম এতোদিনে হলো। বহু স্তুতি করী রাম চন্দ্রেরে ভসি
ল ॥ তবে সেই শবরী কহে রাম দরশন। জলের বিত্যন্ত
আর সপচ কথন ॥ শুনা রাম ভগবাণ ভকত বৎছল। স
পচ কোথায় আছে জাব তার স্থান ॥ শবরী জান রামচন্দ্র
সঙ্গেতে লইয়া। জানকী লক্ষণ সহ চলিলা যাইয়া ॥ সপ
চ নীরখি শীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। দণ্ড বত হৈয়া পুজে শ্রী
রাম চরণ ॥ তথা ভক্ত রূপে জীবে করো পরিত্রাণ। গুরু
বাক্য সত্য আজ্ঞা করীলা শ্রীরাম। গুরু বাক্য নিত্য আহা
শুনেছি পুরাণে। প্রতক্ষ হইলো তাহা দেখি নয়নে ॥ পা
দ্য অর্ঘ দিয়ে ভক্ত করয়ে বন্দন। বন পুষ্প দিয়া পুজে
রাঘব চরণ। তবে ঋষী গণে পুজে বিবিধ বিধানে। বহুদা
ন পরে পুত্র দীপ্য দরশনে ॥ শ্রীরাম চন্দ্র সপচ দেখা দি
ল আলিঙ্গণ। তোমার কারণে মোর এবনে গমন ॥ রা
ম চন্দ্র মুনী গণে বিনয় কয়। বড় প্রিয় ভক্ত মোর সপ
চ তনয় ॥ ইহার চরণ দক দেহ ফেলি জলে। নির্ম্মল হই
বে জল দেখিবে সকলে। শুনি সেই মুনি পাদদক তার লৈ
ল। জলে দিবা মাত্র বারি নির্ম্মল হইল ॥ ধন্য রাম চন্দ্র
তব ভক্তের মহিমা। বেদজ্ঞ তপস্বি হৈয়া দিতে নারি সি
মা ॥ শ্রীভাগবতে ॥ বিপ্রাদ্দী সড় গুণজুত দরবিন্দ
নাভ পদার বৃন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং গরিষ্ঠ। ইতি

অথ মাধব দাষ।

মাধব নামেতে একছিলা হরীর দাস। জগন্নাথ ক্ষেত্রে
বহু কাল করে বাস ॥ পিড়ীত উদর রোগে কাতর হইয়া

প্রভুর মন্দির দ্বারে থাকয়ে পড়িয়া ।। একেত দুর্ব্বল তা
হে স্নিগ্ধেতে কাতর । ওদর বেদনা রোগে করে ধড় ফড় ।।
সিংহ দ্বারে থাকে সদা পড়িয়া ধুলায় । গায়ের গন্ধে
সব লোক দূরেতে পালায় ।। এইমত থাকে সাধু বাহির
মন্দিরে । অন্তর্যামি জানিলেন আপন অন্তরে ।। রাত্রে
নিজ বস্ত্র প্রভু তার অঙ্গে দিল । বস্ত্র পর্শে তার দুখ দূরে
পলাইল । প্রভাত হইল আইল পরি হারি গণ । প্রভুর অ
ঙ্গের বস্ত্র মাধব বদন ।। দেখিয়া বিস্ময় তাহে জিজ্ঞাসে বি
রলে । প্রভুর গাএর বস্ত্র কেমতে পাইলে ।। তিঁহো কহে
মহাশয় নাজানি কারণ । পুরি বাসি শুনি হইল বিস্ময় ব
দন । ধন্য২ জগন্নাথ ভকত বচ্ছল । ধন্য মাধব তব জনম
সফল ।। দিন বন্ধু কৃপা সিন্ধু প্রভু জগন্নাথ । এদাস বিনো
দে করহ ভ দৃষ্টি পাত ।।

শ্রী৺ জগন্নাথ দেবের কেশ পক্ক ।

আছিলা ব্রাহ্মণ এক প্রবিন বএস । জগন্নাথে নিত্ত মা
লা পড়ান হরিসে ।। তাহার ভাগ্যের কথা কে কহিতে জা
নে । পক্ক কেশ ধরি হরি তাহার কারণে । স্নান করি রাজা
জান প্রভুর দরশনে । সেই কালে মালা প্রসাদ করেণ গ্রহ
ণ ।। দৈবে একদিন রাজা বিলম্ব জাইতে । বিপ্রমালা পড়ি
লেন আপন গলাতে ।। কতক্ষণ পরে রাজা গেলা দরশ
নে । রাজ আগমন বিপ্র দেখিল নয়নে ।। সসব্যে হৈয়া
মালা খুলে গলা হইতে । নৃপবর দূরে হইতে পাইল দেখি
তে ।। জগন্নাথ পাদ পদ্ম বন্দনা করিয়া । দাণ্ডাইয়া রহে

রাজা কৃতাঞ্জলি হৈয়া ।। হেন কালে বিজ্ঞ বিপ্র আসা লৈ-
য়া হাথে । আসা প্রসাদ দিল আনি রাজার গলাতে । মা-
লাপেয়া নৃপবর বিশ্ময়বদন । মালামধ্যে পক্ক কেস করে
নিরক্ষণ । পাকা চুল দেখি রাজা জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে । মালা
মধ্যে পক্ককেস হইল কেমনে ।। দ্বিজবর নৃপেকয় ভাবিয়া
আপনার । চুল পাকা আছে [illegible]প্রভুর মাথার ।। অদ্য রাত্রর
বন্ধ এও করুণ বিশ্রাম । প্রভাতে দেখিব আসি ও চাঁদ ব-
য়ান । কেসবের পক্কতা হৈয়াছে কত কেস । অদ্য গুহে জা-
ই কন্যা দেখিব বিশেষ ।। এত বলি রাজা গেল নিজ নিকে-
তন । কি হবে বলিয়া বিপ্র ভাবে মোনে মন ।। নিজ মালা
পড়ি নিপে কহি মল্লাবানি । সঙ্কট রক্ষক জগন্নাথ চিন্তা-
মুনি ।। তুমিতো ব্রহ্মণ দেব মোযড় অধম । এসঙ্কটে রক্ষা
কর শ্রীমধুসুদন ।। নৃপ প্রাতে আসি কহে সক্রোধ বার্ত্ত-
তা । কেস বের কত্তো কেশ হইয়াছে পক্কতা ।। রাজ ভএ বি-
প্র করে দ্বার বিমোচন । প্রভুর অঙ্গুল পক্ক করে নিরক্ষণ
দেখিয়া বিশ্ময় রাজা ভাবএ অশেষ । পক্ক কেস ধারি কি-
সে হলে অবি কেস ।। নিত্ত নব নবরূপ নবিন কিশোর ।
এহকার নাগী বিষ্ণু হইলা গোপি মোন চৌর ।। বহুস্তুতি ক-
রি রাজা করে পুনি পাত । ক্ষেম অপরাধ মোর প্রভু জগ-
ন্নাথ ।। দ্বিজ পদ ধরি স্তুতি করিয়া বিশেষ । তব লাগি প্র-
ভু কে[illegible]ধ[illegible]রি পক্ককেস ।। তুমি জ্ঞান জগন্নাথ নাথ জানে
তো[illegible] । সাক্ষাত দেখিল তাহা নয়ণ গোচরে ।। তব আ-
গে এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চন । অন্তে জেন দেন হরি রাঙ্গা-
ঙ্গ চরণ ।।

অথ মিরাবাই ।

ত্রিপদী। কৃষ্ণ নিষ্ঠ মিরাবাইঃ তার কিছু গুণ গাইঃ শুনস
ন্তে করি নিবেদন ॥ সদা সাধু সেবারতঃ মন সদা সাধুগ
তঃ ভক্তি ভাবে বন্দিয়ে চরণ। সাধু সেবা করে সতিঃ দে
খিয়া তাহার পতিঃ নির বাধি সক্রোধ অন্তর ॥ অনেক নি
ষেধ করেঃ তবু সেবা নাহি ছাড়েঃ পতি এই ভাবে নিরন্তর
বিষাদ, অন্তরে হৈয়াঃ উপ নাহিক পেয়্যাঃ ইচ্ছা কৈল
বধিতে জিবন। মনে এই যুক্তি ধরিঃ বিষ আওজন করিঃ
জল সহ করিল মিলন। দিয়া তুলসির দলঃ গরল মিছি
ত জলঃ পাঠা প্রসাদ ভোজন করহ। সে আজ্ঞা বলিয়া স
তিঃ হৈয়া হরষিত মতিঃ পুলকিত হলো তার দেহ। মিষ্ট
জল কষ্টে শুনিঃ তাজ অন্ন নাহি জানিঃ শ্রীগোবিন্দে অ
র্পন করিল। অন্তর্যামি জগত্রপতিঃ হৈয়া সসব্যেস্ত অতি
অন্তরিক্ষে বিষ পান কৈল। বিষ পান কৈল জবেঃ পতিক
রে অনু ভবেঃ মৃত্যু ইহার হইবে নিশ্চয়। মিরা করি বিষ
পানঃ হরি হরি গুণ গানঃ প্রেমে হইল পুলক হৃদয়। তাহা
দেখি তার পতিঃ হৈয়া বিশ্বয় মতিঃ মনেতে আশ্চার্য্য গ
নিয়া। পুনঃ২ প্রনমিয়াঃ তোরে কিছু নিবেদীয়াঃ ক্ষেমদো
শ মোরে নিরখিয়া ॥ তব গুণ কিবা জানিঃ তুমি কৃষ্ণ পরা
য়ণাঃ ধন্য প্রিয়া সার্থক জিবণ। তব সঙ্গ পেয়া আমিঃ ভব
ভয় নাহি গনিঃ অনায়াসে জিনিব সমণ।

অথ ব্রহ্মা বক্কা ব্যাধ।

চরিত্র।

পয়ার। ব্রহ্মাবক্কা নামে ব্যাধ বড় শুদ্ধ মতি। তাহার প
দেতে মোর অসংখ্য প্রনতি ॥ বাহ্যজ্ঞান নাহি তার ধর্ম্ম প

রায়ণ । মাংস বিক্রি করি করে উদর পালন ।। সাল গ্রা
ম পরি যাবে ক্ষত মাংস ধরে । খালায় তক্তার সমতুল্য
বিক্রি করে ।। এক ঘাট থারা তার এসাল গ্রাম । ঠিক তা
ও মাত্র তার শিলা পরি যায় ।। এই বিক্তি করি লোকে ক
রে কাল ক্ষয় । হরি গুণ গানে থাকে প্রসন্ন হৃদয় ।। এক
বিপ্র সাল গ্রাম দেখি তার বিপ্রের অন্তর মধ্যে উ
পজিল ত্রাস ।। তবে বিপ্র সবিনয়ে ব্যাধ প্রতি কয় । দেহ
মোরে এই শিলা হইয়া সদয় ।। জে আজ্ঞা বলিয়া শিলা
বিপ্র হস্তে দীল । সাল গ্রাম পেয়া বিপ্র নিজালয় গেল ।।
পঞ্চ গব্য ধুপ দিপ সুগন্ধি চন্দন । নানাজাতি পুষ্পগন্ধ
করিল অর্পণ ।। নিশা যোগে সাল গ্রাম কহেন ব্রাহ্মণে ।
মোর সুখ ভঙ্গ কৈলে কিসের কারণে ।। বড় সুখে আছি
লাম ব্যাধের মন্দিরে । নিরবধি দোলাইত্ত তরাজু উপরে
জদি নিজ শুমঙ্গল চাহ দ্বিজ বর । ব্যাধের আলয়ে মো
রে রাখহ সত্তর ।। সপ্ন দেখি দ্বিজ বর অত্যন্ত কাতর । গ
লে বস্ত্র দিয়া স্তব করেণ বিস্তর । অচিন্ত্য মহিমা তব কে
পারে জানিতে । বড় হয়া যয় ক্ষাম নাপারি চিন্তিতে । ব
হু স্তুতি করি নিল মস্তক উপরে । সালগ্রাম লয়া গিয়া দি
লেন ব্যাধেরে । ঋষি পুনঃ বান ব্যধ ধন্য তব মতি
ভাবে বসি ভুত অখিলের পতি ।। আমার চরিত্র শুনিলা
ভেব দ । লেহ নিজ সাল গ্রাম ক্ষেমি অপরাধ । জে
তের বি র নাহি প্রভুর নিয়রে । যেই জন ভজে কৃষ্ণ সেই
ই জন তরে ।।

অথ মিরাবাই ।

দ্বিতিয় কথা ॥

বিতিয় চরিত্র তার শুনহ কথন। তার পর মিরাবাই গেলা বৃন্দাবন ॥ বৃন্দা বন ধামে গিয়া মনের হরিসে। নিরবধি রহে কৃষ্ণ গুণানু আবেসে ॥ কৃষ্ণ নন্দে দহে সঙ্গিনা হি অন্য জ্ঞান। কৃষ্ণ নাম জপে আর কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধ্যান। পরম বৈষ্ণব রূপ গুণের ম রা পূর্ব্বে বৃজে ছিলা জিহো শ্রীরূপ মঞ্জরি। গৃহ পারি হরি বৃন্দা বনে করে বাস। নিত্য কৃষ্ণ লিলা বৃজে করেণ প্রকাশ ॥ এক দিন মিরাবাই করিল মনেতে। শ্রীরূপ সমিপে জাব দরশন করিতে ॥ নিজ দাসি প্রতি বাই কহিল বচন। শ্রীরূপ গোস্বামি পাষ করহ গমণ। প্রনতি মিনতি তাকে জানাবে আমার। তাহার দরর্শণ বহু বাষনা আমার ॥ জদি আজ্ঞা দেন তবে আমি জাই তথা। শ্রীরূপ গোস্বামি পাষ জাহ সিঘ্রগতি জে আজ্ঞা বলিয়া দাসি করিল গমণ। মিরার বাসনা রূপে কৈল নিবেদন। শুনিয়া দাসির মুখে শ্রীরূপ গোসাঁই। স্ত্রিসঙ্গ আলাপে মোর প্রওজন নাই। প্রকৃতি সহিতে জদি পুরুষ করয়। দারুর প্রকৃতি হলে মনহরে লয় ॥ পরের রমনি কাল নাগিনি সমানে। ঘ্রাণ মাত্র মূর্চ্ছা করে অন্য নাহি মানে। পরনারি সঙ্গ লাগি মনেকরে আশ। পর নারি ইচ্ছা হেতু রাবণ বিনাস ॥ গুপ্ত হৈয়া করে হিন্দুর গুল ভক্ষণ। অবশ্য প্রকাব ঘ্রাণ নাহয় গোপণ ॥ অতএব স্ত্রী সমিপে নাহি প্রওজন। এই কথা তারে গিয়া করো নিবেদন ॥ জেই মাত্র শ্রীরূপ কহিল এইকথা। লজ্জিত হইল দাসি হেট্ট কৈল মাথা ॥ বিসাদ ভাবিয়া গেলা মিরা

সর্ব্বি ধ্যানে। নিকট জাইয়া তার কহে বিবরণে॥ শুনিয়া ধ্যানির মুখে হাসে বহুতর। পুনঃশ্লোক দ্বারে তারেপাঠা ল উত্তর। আমি জানি এক পুরুষ আছে জগমাঝে। দ্বিতিয় পুরুষ ছলি ধরি লোকলাজে॥

অথ মিরাবাই।

কেবল শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরু[illegible]ণ। জাহার আজ্ঞায় সৃষ্টি প্রলয় রচণ॥ তিহোঁ ভক্ত অন্য পুরুষ কে আছে জগতে। ইহার বিচার গোসাঁই করহ অগ্রেতে॥ জেই মাত্র এই কথা শ্রীরূপ শুনিল। অস্ত বেস্তে হৈয়া গোসাঁঞি সত্বরে চলিল॥ মিরার নিকটে গিয়া কহে জোড় পানি। ধন্য হইয়া দোষ ক্ষেমহ আপনি॥ পরম বৈষ্ণবি তুমি সতি পূন্যবতি। তব তত্ত্ব নাহি জানি অধম দুর্ম্মতি॥ বহু স্তুতি করি বাই প্রবোধিলা রূপে। দোঁহে প্রেমে মত্ত হৈলা শ্রীকৃষ্ণ আলাপে॥

অথ কবির।

ভক্তি ভাবে প্রনমিব কবির চরণে। তাহার মহিমা গুণ কেকহিতে জানে॥ বসন নির্ম্মাণ করি করয়ে বিক্রয়। নির্লোভি উদার চিত্ত সন্তোষ হৃদয়। বস্ত্র বিক্রি করি তি [illegible]জত মূল্য পায়। দুই অংস করি নীজ কামনা পুরায়। অর্দ্ধেক মূল্যেতে করে সাধুর সেবন। অর্দ্ধেক মূল্যেতে করে জঠর ভরণ। এই রূপ প্রতি দিন করয়ে কবির। আকিংখ্যা রহিতে থির পরম গম্ভির। অতি ধন্য [illegible] ধন্য মুখে সাধু কথা। রাম গতচিত্ত অন্যানির মান দাতা॥ এক সাধু প্রান্তে দুই পরেষ পাথর। উপনিত হৈল আসি কবি

রের ঘর। দেখীয়া কবির সাধু সংভ্রমে উঠীল। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া সাধুর অর্চনা করিল। আজা মোর ভাগ্য বড়দিলে দরশন। বহু ভাগ্যে মোর গৃহে কৈলে পদার্পণ॥ দরিদ্র কবির অতী দেখি সাধুবর। কৃপাকরি দিলা এক পরেশ পাথর। অহ এই রত্ন ভক্ত করিয়া জতন। লোহা পাইলে হবে অনেক কাঞ্চন।

অথ কবির।

সেই ধনে সাধু সেবা করিবে সাদরে। ওদর পালীবে সুখে দুঃখ জাবে দূরে। তথাস্ত বলিয়া ভক্ত কহে জোড় করে। পরেশ রাখহ প্রভু চাকের উপরে। অগ্রেতে কিঞ্চিত জল করহ ভক্ষণ। তবে মোর হয় প্রভু সফল জিবন। আহারের নাহী ইচ্ছা তব দরশনে। আইলাম তব গৃহে দুঃখ নিবারণে। চাকের উপরে রাখি পরেশ পাথর। সাধুবর কৃপাকরি গেলা স্থানান্তর। পরেশ পাথর রত্ন করি অপ হেলা। হরিনাম জপে সাধু হইয়া বিভোলা। সম্বচ্ছর পরে সেই সাধু মহাশয়। পুন আইলেন সাধু কবির আলয়। সেই রূপ দশা দেখি জিজ্ঞাসে কবিরে। পরেশ থাকিতে দুঃখ নাহি গেল দূরে। কোথায় পরশ মুনি আমি নাহি জানী। কোথা রেখে ছিলে প্রভু দেখাহ আপনি। তবে সাধু দেখে সেই কোলঙ্গার ভিত। উই মিত্তি কাটে সুনা করেছে বেষ্টিত। আনিয়া পরেশ সাধু রাখএ সম্মুখে। পরেশের গুণ তুমী দেখহ প্রত্যক্ষে। পরেশ মহিমা ভক্ত তুমি নাহি জান। সুবর্ণ করিএ দিয়ে কিছু লোহ আন। এতেক শুনিয়া লোহ জত্নেতে আনিল। পরেশপাথর সা

য় জোরেহে ছোঁয়াইল । পার্শ মাত্র লোহ হৈল কাঞ্চন বরণ
কর জোড় করি ভক্ত কয়ে নিবেদন । তোমার পরেষ কত
লোহ রত্ন নয় । আমার পরেষ পর্শে পরেষ মুনি হয় । এ
ত শুনি সাধু বর জিজ্ঞাসে কবীরে । তোমার পরেষ মুনি
দেখাহ আমারে । যে আজ্ঞা বলিয়া কবির কহে জোড় ক
র । দেখাইব মোর মুনি আনহ প্রস্তর ।

অথ কবির ।

কবির বচন শুনি ঈশদ হাসিল । প্রস্তর আনিয়া তার
সমক্ষে ধরিল । হরি বোল২ হরি বোল তাসে । হরি না
ম ধুনি সঙ্গে প্রস্তর পরশে । হরি হরি বলি জেই পাথর ছু
ইল । প্রস্তরের তেজেতে পরেষ লুকাইল । দেখ২ মহাশ
য় শুন মোর বানি । নিরাময় নিত্য সত্য নাম রত্ন মুনি ।
হরা খীতী হয় সর্ব বিপদ নাশীনা । সমন সহীত রোগ
শোক বিনাশীনী ।

অথ চটক চটকী ।

চটক চটকী ছীল দারাদের চালে । সন্তান সহিত বাস
ছিল সতকলে । স্থানান্তরে জাই বয়েকরীল বীচার । কে
মতে শুধির মোরা গৃহস্থের ধার । জন্ম বধী গৃহস্তের না
হী কাছু ধন । দরিদ্রাতা কিরূপেতে হইব শুজন । বাঁন উ
পাদারে গৃহ তেজাব কেমনে । তবে মন্ত্রী করা চটা কহে
পরী জনে । জীক্ষুকে নাপাইভিক্ষা দারাত্রশুভাবে । ভেক্য
ধনে ব্রাহ্মণ অতিথ নাহী সেবে । দানেতে দুর্গতী নাসে
সাস্ত্রের কথন । কেমতে করীবে দান মূলে নাহী ধন । এ
তেক চাত্তায় পক্ষ মধ্যে করী যুক্তী । ইহার উপায় তব পা

ব করি উক্তি ॥ এক্ক দোষে গাএ জলে আদ্রব করিয়া ॥ গুহ
রু তণ্ডুল গায়ে লাও লাগাইয়া ॥ অতিথ ব্রাহ্মণ সেবা
জে, হ্লাদে হয় । গাএ ঝাড়ি ফেলে চাক প্রসন্ন হৃদয় । দু
চারি চাক হল ভাণ্ডারে পতন । ব্রাহ্মণ অতিথ মুখে হ
হল হরণ ॥ এই রূপ উপকার করে পক্ষ জাতি । সেই পু
ন্য বলে ধন বাড়ে নিতি নিতি । কথদিন পরে তার দারি
দ্র ঘুচিল । তাহা দেখি পক্ষ দোহার আনন্দ বাড়িল । দে
খ হল দানে হলধারি দু ভঞ্জন । জ্ঞানে কয়েতার বস লক্ষি
নারায়ণ ॥

অথ কপোত কপোতি ।

শুক সারি পক্ষ ।

কপোত কপতি ছিল ভিতর গহন । অতিথের সেবা
লাগি তেজিল জিবন । তাহার বিত্তান্ত কিছু শুনমন দিয়া
দিব্যজ্ঞান জন্মে ইথে স্পষ্ট হবে হিয়া ॥ দম্পতি সহিত প
ক্ষ বনের মাঝারে । সুখে বাস করি রহে বৃক্ষের উপরে ।
দৈবে একদিন মাঘমাস সিত কালে । মেঘাচ্ছন্ন জল বৃ
ষ্টি হইল অকালে ॥ এক ব্যাধ গিয়া ছিল মৃগয়া করিতে
ঝড় বৃষ্টি পাতে গৃহে না রিল আসিতে ॥ পক্ষীগণ আছে
সেই বৃক্ষের উপরে । তাহার তলায় ব্যাধ আইল সত্তরে
সিতেতে কাতর হয়ে কম্পে কলেবর । খুধায় আকুল হৈ
য়া অত্যন্ত কাতর ॥ কপোত কপোতি দেখি ব্যাকুল হই
ল । অতিথ দ্বারস্থ আজ অভুক্ত রহিল ॥ একেত ক্ষুধার্ত
তাহে সিতে অঙ্গ কাঁপে । পক্ষ মনে চিন্তে ধর্ম্ম থাকিবে

ত্রি রূপে ॥ ত্রিপুরাষ যুক্তি করি অগ্নি স্থানে উঠে । সেই অগ্নি জ্বেলি দিল অতিথ নিকটে ॥ তরে নিজ বাসা ঘর করিয়া ভঞ্জন । জ্বেলাইয়া দিল বাসা কাষ্ঠের কারণ ॥ কপোত অগ্নি প্রদেশে ব্যাধ সন্তোষ হইল । অগ্নি প্রজ্বলিত করি শি নিবারিল । শিত নিবারণ দেখি কপোত কপোতি । আহার লাগিয়া দোহে করিল আকুতি ॥ পক্ষ কহে শুন প্রিয়া কহি বিদ্যমানে । সপুত্র সহিত বাস করি এই স্থানে । আমি নিজ দেহ ঢালি অগ্নির মধ্যেতে । অতিথ খাইবে মাংস পরম সুখেতে ॥ কপোতিনী কহে আমি হব অনাথীনি । আমা মনে পাবে নাথ অনেক রমনি ॥ এই রূপ বাক্য ব্যায় করেণ দোহেতে । ঝাঁপ দিয়া দুই পক্ষ পড়িল অগ্নিতে ॥ অগ্নিতে পড়িয়া দোহে পরাণ তেজিল । দোহাকার মাংস ব্যাধ ভোজন করিল ॥ কপোত কপোতি জেই পরাণ তেজিল । স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজিতে লাগিল ।

অথ সুক আরি পক্ষ ।

বৈকুণ্ঠ হইতে আসি প্রভু ভগবান । শুভ দৃষ্টি পাতে পক্ষী পাইল পরাণ ॥ চতুর্ভুজ হৈয়া গেলা বৈকুণ্ঠ ভবন । জয় জয় ধ্বনি করে জত দেব গণ ॥

অথ ব্যাধ রূপ ।

আছিল ব্রাহ্মণ এক পাপ পরায়ণ । সুরাপান করে আর বিশ্যানী গমণ । পিতা মাতা অজুক ত্যাগিয়া নিজ ঘরে বিশ্যানি লইয়া গেলা অরন্য মাঝারে ॥ দুই জনে রহি বনে করে নানা পাপ । সদা উন্মত্ত থাকে অসত আলাপ । এইরূপ দুই জনে বনে করে বাস । এক সাধু দৈবাধিণ গে

তাতার পাশ॥ সাধু কহে শুন রাজা করি নিবেদন। এক
জন গাঁজা মোরে করহ বিতরণ॥ শুনিয়া সাধুর কথা
হনিমিদন। এখানে হইতে দূরে করহ গমন॥ সুখের
নেতে ভরিবনে আগমন। নিলজ আসিয়া দুখ করেনি
রায়ণ॥ এই রূপ তিরস্কার করি সাধুপ্রতি। শুনিয়া তাহা
র নারি কহে মিথু প্রতি॥ উপ পাত্র প্রতি নারে করে নি
বেদন। কিঞ্চিৎ গাঞ্জিকা দেহ করিতে ভ্রমণ॥ বেন্যারা অ
দেশে কিছু লজ্জিত হইয়া। যাও বলি গাঁজা কিছু দিল ফে
লাইয়া॥ গঞ্জিকা পাইয়া সাধু হরিসংকীর্তন। গাঁজা পান
করি সাধু চলিলা সত্বর॥ কিছুদিন পরে বিপ্র পরান তে
জিলে। যমদূত আসি তারে বান্ধি নয়ে গেলো॥ যমরা
জ আজ্ঞা দিল চিত্র গুপ্ত প্রতি। কোন পাপ পুণ্য ইহার দে
খ শীঘ্র গতি॥ পাপে পরি পুণ্য বিপ্র কহিল নিশ্চয়। পু
ণ্যের নাহিক লেস শুনো মহাশয়॥ ভক্ত নাম পুণ্য ইহার
শুনোমহা রাজা। অতিথে প্রদান করে একছিলিম গাজা

অথ ভাগবৎ কথাও চোর শ্রবনে
কৃষ্ণ দর্শন পায় তাহার কথা।

আছিলা তস্কর এক নগর মাঝারে। নিসা যোগে জা
ক পর দ্রব্য হরি বারে॥ দৈবে একদিন পথে ভ্রমিতে ২।
ভাগবত কৃষ্ণ কথা। শুনিল কর্ণেতে॥ পণ্ডিত করএ পাঠ
দশম বাখান। শ্রীদাম আদি সখা সনে গোষ্ঠেতে পয়ান
নানা অলকার কৃষ্ণ ভুষিত করিয়া। যশোদা বিদাই দিলে
ক বেস বিন্যাসিয়া॥ সিরে শিখি পুচ্ছ চুড়া গলে বনমা
লা। চলে আন বনমালি পথ করে আলা। শ্রতি মুলেশো

ন্তে কিবা মকর কুণ্ডল। হেরি ব্রজাঙ্গনায় মন হৈল চঞ্চল
ব্রজাঙ্গনা মন হরি বিপীনেতে গমন। চাতকের মত পথ করে
নিরক্ষণ॥ নটবর বেশো কৃষ্ণ ভুষণে ভুষিত ॥ চলিতে
পথ শনে হয়ে আনন্দিত ॥ নানা অলঙ্কার পড়ি বেণি
গমন। শুনিয়া চোরের মন হলো উচাটন॥ কেমতে হরি
বনে কৃষ্ণ অলঙ্কার। মনে২ দস্যু এই চিন্তে দশ দুরাচা
র। সত্য ভাগবত কথা করিয়া বিশ্বাস। অবশ্য খেলিব
নর মনে করি আস। শিশুসঙ্গে সন্ধ্যাকালে আসিবেন ব
নে। কৃষ্ণের অঙ্গের ভুষা সব নিব কেড়ে। মনে এই যুক্তি
করি বনেতে চলিল। গোধুলি সময় আসি উপস্থিত হৈ
ল। সর্ব্ব অলঙ্কারভূষা শ্রীনন্দ নন্দন। সখাগণ সঙ্গে করে
গৃহে আগমন। অন্ত র্যামি জগন্নাথ ইন্দু গিলি জুনি চো
রের মানস সিদ্ধ করাতে আপনি। দেখি দস্যু অস্ত্র লএস
ম্মুখে দাড়াইলো। দেহ অলঙ্কার বলি কহিতে লাগিলো
শুন২ যশোদা নন্দন বনমালি। প্রান রক্ষ্যা চাহ দেহ অল
ঙ্কার খুলি। যদী নাই দিবে তবে বধিব পরাণে। ভয়া ক
রি কহে প্রভু চোর সন্নিধানে ॥ নাবধ পরাণে চোর কহি
তব ঠাই। একা পুত্র মায়ের আমি আর কেহ নাই ॥ নে
হো অলঙ্কার চোর জেইচ্ছা তোমার। ইশৎ হাসিয়া কহে
নন্দের কুমার ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য দয়া উপজিলো।
শ্রীঅঙ্গের ভুষা সব খুলিয়া লইলো। পরে নিজ গৃহে আ
সি ভুষা ধারণ করিত। পণ্ডিত সমীপে এক অলঙ্কার লত
সম্মুখে ভুষণ ধরি কহে বিবরণ। সত্য ভাগবৎ কথা দে
খিল নয়ণ॥ বিপ্র শুনি চোর মুখে হলো চমৎকার। ধন্য

ধন্য বলি বিপ্র প্রনাম্যে অপার ॥ তাহে ছল করি বিপ্র ক
হে চোর স্থানে। কৃষ্ণের অলঙ্কার কৈছে আনিলা কেমনে
অন্য কারু দ্রব্য তুমি আনিলে চাহিয়া। প্রবঞ্চনা করি দি
ছো মোরে ভাণ্ড হৈয়া ॥ অতএব ইথে মোর নাহি প্রত্যয়
ন। নিজ দ্রব্য নয়ে তুমি কহ্ন গমন ছাড়ি বা প্রত্যক্ষ তুমি
দেখাও আমারে। নও অলঙ্কার লহি নয়ে জাও ফিরে ॥
তবে চোর কহে শুন বিপ্র মহাশয়। প্রত্যক্ষ দেখাবো তা
রে কহিলে নিশ্চয় ॥ গোষ্ঠ স্থানে আসো বিপ্র মোর সাথি
ভাবে। সাক্ষাতে আইসে। নাথ দেখাবো তোমারে। এত
বলি বিপ্র বর চোর সঙ্গে চলে। উপনিত হইলো আসি য
থা গোষ্ঠ স্থলে। ভুষণে ভুষিত অঙ্গ শ্রীনন্দ নন্দন। রাখা
লের সঙ্গে প্রভু করেণ ভ্রমন। কেহ হৈ হৈ২ বলি ডাকে উচ্চ
স্বরে। করতালি দিয়া কেহ নাচে ফিরে২। কর তালি দি
এ কেহ বলে ভাইরে কানাই। অনেক পুন্যেতে সঙ্গ পে
এছিরে ভাই। এই এক নিবেদণ করি তব ঠাই। জনমে২ যে
ন তব সঙ্গ পাই ভাই। এই রূপে গোষ্ঠ ক্রিড়া করে সখা স
নে। গোধুলি সময় হলো উপর গগণে। ঘর আসি বার
কালে আসি চোর বর। কৃষ্ণকে ধরিলা গিয়া হইয়া সত্ব
র। ধরিয়া কৃষ্ণের হস্ত ডাকয়ে পণ্ডিতে। লইলাম কৃষ্ণের
ভুষা দেখহ সাক্ষাতে। ধরিয়াছে চোর বিপ্র দেখাতে না
পায়। না দেখিয়া বিপ্র বর পড়িল ধুলায়। দৃঢ়তা বিশ্বাস
তব হইল ভাগবতে। একারণে চোর মোরে পাইলে দে
খিতে। কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসি গৃহস্থ সকল। বিশ্বাস হইলে
হয় সুসিদ্ধি সকল। তব মন শুদ্ধ এবং বিশ্বাস ভাগবতে

সেই পুষ্প বনে মোরে পাইলে দেখিতে। পশ্চিমেতে বসত ঋষি চোর বিচক্ষণ। জন্মান্তরে পাইবেন মোর দরশন॥

অথ পিপাজির উপাখ্যান।

পিপা নামে ভক্ত এক আছিলেন পূর্ব্বেতে। তাঁহার চরিত্র কথা বেদাদেতে কথিত। দম্ভের হন্তে একাসেন দারিকার ছাপ। যম্মের অন্তরা বেচে তাঁহার প্রতাপ। কর জোড় করি বহু পাপ সর চয়॥ লিখি তাঁহার গুণ দেখান যেমন পরম বৈষ্ণব পাপা সুখ চিত্ত মন। সাধু সেবা করে সদা হরি নারায়ন। সাধু পাইলে হয় সুখি নচ দুখি থাকে। সাধু সেবা সদা করে কৃষ্ণ বলে ডাকে॥ নিরবধি যুক্ত জোরসা পুর সেবন। সাধ প্রাপ্তে সদা থাকে হর সিত মন। সুবুদ্ধ দ্বারকা পুরি সাধু মুখে সুনে। দরশন করিতে তার হইল ইচ্ছা মনে। গৃহ পরিত্যাগ কইল সস্ত্রিক সহিত। চলাচলে দ্বারাবতি হয়ে আগ্রীত। কথ দিনেউক্ত রিগ দ্বারিক রিগয়ে। লোক স্থানে জিজ্ঞাসিল হরিষ অন্তরে। কোন স্থানে রত্ন ময় শ্রীদ্বারিকা পুরী। কোনি মন্দীর তথা আছেন শ্রীহরি। লোক কহে সিন্ধু নিরে নিমগ্ন হয়েছে। কল্পিত দ্বারকা পুরি সন্মুখে রয়েছে। এত শুনি পাপা ভক্ত ভাবে নিরন্তর। ধুলায় পড়িয়া কান্দে ব্যস্থিত অন্তর। মোর ভাগে শ্রীদ্বারকার দরসন না হইল। হরি কোথা আছ বলে কান্দাতে লাগিল। এত বলি স্ত্রীপুরুষে রুক্ষ্ম করি মনে সমুদ্রের নিরে ঝাপ দিল দুই জনে। সেই মাত্র জলে ঝাপ দিল দুই জন। অন্ত জামী চান্তামনি জানিল তখন। তবে হরি হনুমানে স্মরণ করিল। স্মৃতি মাত্র হনুমাণ সনন্ম

থে দাঁড়াইল। শুন হনুমান এক বিপদ হইল। ঘর আসি
পিপা ভক্ত সমুদ্রে ডুবিল॥ অতএব বাপ শিঘ্র করহ প
য়ান। তাহারে তুলিয়া আন মোর বিদ্যমান॥ জনি পীপা
সিন্ধু নীরে পরাণ হারাবে। আমার নামেতে বাপ কল
ঙ্ক রটিবে॥ এত শুনি হনু বীর তথায় চলিল। সমুদ্রিক সহি
তে পীপা যথা ডুবেছিল॥ নিয়া সে তুলিয়া দোঁহে গেলা
প্রভু পাস। পীপারে পাইয়া প্রভু অত্যন্ত উল্লাস॥ লক্ষ্মী না
রায়ণে হেরি করি ধনি পাত। প দক্ষিণ করী রহে জোড়
করি হাথ॥ ধন্য দয়াময় প্রভু ত্রি জগত গুরু। বিরাগেস
মের বাঞ্ছা বাঞ্ছা কল্প তরু॥ এসো এসো পীপা মোর ভ
ক্ত প্রায়ে তরল তোমারে পাইয়া হলো হরাশ অন্তর॥
আলিঙ্গণ দিয়া প্রভু দীলেন আসন। তোমা দীগেণ দে
খে মোর জোড়াইল জীবন॥ তবে আজ্ঞা দিল প্রভু লক্ষ্মী
দেবী প্রতি। রন্ধন করগো প্রীয়া পীয়া শিঘ্র গতি॥ নানা
বিধ দ্রব্য লক্ষ্মী করায়া রন্ধন। সুবর্ণ থালেতে রাখি করি
য়া জতন। শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দুই থালি আনি দিল। পীপায়
লইয়া কৃষ্ণ ভোজনে বসিল। প্রসাদ লইয়া পীপা করি ভো
জন। আচমন করী কৈল তাম্বুল চর্ব্বন। পিপা পত্নী লক্ষ্ম
লক্ষ্মী ভুঞ্জেন প্রসাদ। কৃষ্ণ কথা রসে ভাসে হইয়ে আহ্লা
দ॥ এই রূপে কত দিন পিপারে লইয়া। পিপারে কহেন
প্রভু হাসিয়া হাসীয়া। শুন শুন পিপা ভক্ত কহি বিবরণ।
নিজ গ্রহে কর গীয়া অতীথ সেবন। তব আগমনে দেখ
মোর ভক্ত গণ। অনেক কেলেসে পায় তব দরশণ। জো
ড় হস্তে কৃষ্ণ প্রতি নিবেদন করে। এই ভীক্ষা মাগো প্রভু

নাহি জাবে কীয়ে ।৮ ষর প। পদাব্জ সুধা ধ্যানেতে রহিব
অথাত তেজিয়া কৈল হাঁশেতে মজিব । শুন২ অহে ভক্ত
কহি তব পায । সাধু সমাগম তথা তথা মোর রায । স্ব
রন কৃত্তন ধ্যানে শুক পাই জত । সমিপে থাকিলে সুকল্যা
ণী হয় তত ॥ তথাহি । শ্রবনং দর্শনং ধ্যানাং
আয় ভাবান কৃত্তনাং নত থাস নিকর সমী প্রতি জাতু ত
ং গৃহাজ্ঞ ।

তুমি গৃহে নাহি গেলে মোর দোষ হবে । সুমুদ্র মধ্যে
ক্ষে পাপী কলঙ্ক রুটিবে ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি সঙ্গে লেহ
সুমুদ্রের তীরে গীয়া প্রকাশ করিহ । জাহার অঙ্গেতে চা
র প্রকাশ করাবে । জবের অক্রনা তার কভু নাহি হইবে । অ
ন্ত কালে পাবে ভয় মোর দরশন ॥ নীকটে থাকীবে মো
র সাপা বীচক্ষণ ॥ এই রূপ নানা কৃষ্ণ বুঝান পাপারে ।
তবু নাহী বুঝে পিপা ভাবেন অন্তরে । রাত্রি কালে নীদ্রা
গত হইল জখন । পুন হনু প্রতী আজ্ঞা দীল নারায়ন । স
মুদ্রের তরে গীয়া রাখহ পীপায় । সুখেতে থাকীবে ত
থায় আমার কৃপায় । ক্ষে আজ্ঞা বলীয়া যত্নে করীয়া ধা
রণ । সমুদ্র ধারে তরী করীল স্থাপন । মোন হয় স্থানে
তারে রাখীয়া জতনে । চলী গেলা মহাবীর কদলী কান
নে । চৈতন্য পাইয়া পীপা তথা নরে বাধ । কৃষ্ণ আজ্ঞা চা
র্ত্ত নরে করেণ প্রকাষ । বীষ্ণু ত নাথান তার পাপার গু
নানু সম্বাদ । অধম বানরে মজে ক্ষেম অপরাধ ॥

অথ সেন ভক্ত উপাক্ষাণ ॥

জস্ট বংশী ভক্ত এক আছীলা রাজন । তার এক ভিত্ত

ছিলো সাধু পরায়ণ ।। সেন ভক্ত বলি তারে ডাকে সর্ব্ব জ
ন ।। তাহার চরিত্র কিছু করহ শ্রবণ । ভক্তের ভাগের কথা
কে কহে রাখান । যাঁর মুর্ত্তি ধরিলেন প্রভু ভগবান ।। তা
হার চরণ যুগে প্রনতি বিস্তর । যরে দয়া করো ভক্ত কৃ
পে কিংকর ।। নিশা যোগে রাজা যবে করেণ সয়ণ । হে
ন কালে ভিত্তরে চরণ সেবন ।। বিষ্ণু সেই সমান ভক্ত
সাধু সেবা করে । পরম ধার্ম্মিক সেন জগত মাঝারে ।
সাধু সঙ্গ দান হবে তাহার আলয়ে । আনন্দ সাগরে
ভাসে সাধুরে পাইয়ে ।। যথা শক্তি খাদ্য দিয়া সেবে সা
ধু জনে । সয়ন সময়ে করে চরণ সেবনে ।। দৈবে একদি
ন দেখ সহস্র অতিথি । তাহার আলয়ে আসি হলো উপ
নিত ।। সাধু সংঘটন দেখি হরিশ হইয়া । নানা উপহা
রে সেবে সাধুরে পাইয়া ।। সয়ন করিল যবে অভ্যাগ
ত জন । প্রত্তেক সাধুর পদ করয়ে সেবন ।। সেবিতে সে
বিতে রাত্রি দ্বিতিয় প্রহর । অন্তর্যামি জানি তাহা চি
ন্তিত অন্তর ।। সাধুর সেবায় মগ্ন ভুলিয়া রাজাকে । দ
ণ্ড দেয় পাছে রাজা সাধুর সেবকে ।। এতেক চিন্তিয়া
প্রভু সেন মুর্ত্তি ধরি । নিদ্রালয়ে গেলা প্রভু আপন শ্রীহ
রি ।। ভিত্তু অত নৃপ সেবা করিয়া আপনা । অন্তর্দ্ধ্যান
হইলেন প্রভু চিন্তা মনি ।। শ্রীযুক্ত পরশ মাত্র দির্ঘ কা

তি হইলো । এমন দিগন্তে রাজা কিছু নাজানিলো ।। যে
থা সেন ভক্ত সাধু সেবা কার্য্য করে । নিশাসময়ে চলিলে
ন কাতর অন্তরে ।। নৃপের আলয়ে গিয়ে দিল দরশন
কাতর হইয়া করে চরণ সেবন ।। রাজার চরণে যেই হস্ত
দিল হস্ত দিল । হস্ত পরশে নৃপবরের চমকী উঠিল ।। কে তুমি
কে তুমি বলি জিজ্ঞাসা করয় । ভিক্ষু কহে তবে শুনহ শু
নো মহাশয় ।। এখনি করিয়া গেলে সেবা নিয়া ভিক্ষা
পুনঃ কেন আইলা তুমি কহাবে তথ্বিত ।। ভিক্ষু কহে অ
পরাধ হয়েছে আমার । বিলম্ব হইল আজি আসিতে
আমার ।। সাধু গণ আগমন আমার ভবনে । সেবিতে
তাদিগে হলো বিলম্ব কারণে ।। শুনি চমকিত হয়ে উঠি
য়া বসিল । নিরবধি প্রভুর তায় দেখিতে পাইলো । দে
খিয়া শুনিয়া হলো পুলক শরীরা । প্রেমে অঙ্গ গদ গদ
চক্ষে বহে নীর । শুনি ভিক্ষু বাপ ক্রোধে করি নিবেদন ।
তব মূর্ত্তি ধরি হরি করিলা বন্ধন ।। অন্ত একবার ওরে
আসিয়া ভেলাকি । আজ হইতে মোর সেবা না করাবি
তুমি ।। নিশ্চয় জগতে তুমি করিয়ে প্রদান । অভ্যাগত
জন ভাগ্যে কর্য়া অন্ন দান ।। নিত্যি মোরে দরশন দিবেন
হামজা । তোমার নিকটে এই মাগিয়ে মিনতি ।। ভিক্ষু
কহে তুমি নৃপ তাহা অঙ্গীকার । আমি কিছু নাহি জা
নি তুমিসে রক্ষীতা ।। এইতো নিথাল সেন ভক্তের আ
খ্যান । কে কহিতে পারে তাই ভক্তের বাখান ।।

অথ সাধু সেবাত চোরের উপাক্ষাণ॥

এক দস্যু ছিলো। দেখ নগর মাঝারে। দৈব্য বিক্রী করে সদা সাধু সেবা করে॥ দৈবে এক দিন আইল সহস্র অতিথ। দশ্যা লয়্যে আসি শবে হইল উপনিত॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সভে বসাইতে আসন। আহারে লাগিয়ে বড় হইল উচাটন। পরি জনে জিজ্ঞাসিল কিছু আছে ঘরে। জানু দর্ব্ব নাহি প্রভু ভুহের মাঝারে। অন্ন দর্ব্ব নাই ঘরে কি করি উপায়। অস্থির রহিল সাধু করে হায় হায়। কেমন্তে করিব চুরি দিব্বস আঝারে। কোথাবা পাইব ধন ভাবেন অন্তরে॥ ভাবিতে ভাবিতে দস্যু মনে বিচারিল শ্রীহরি বলিয়া বনে গমন করিল॥ অবস্য দিবেন হরি কলু মহাজন। পাত্তিস্তের ধর্ম রেথ লক্ষ্মী নারায়ণ॥ এই কথা চুর বর কহিল জখন। হেথা অন্ত জামী হরি চঞ্চল জীবন॥ লক্ষ্মী দেবী করিছেন ভোজনের স্থান। হেন কালে প্রভু লক্ষ্মী করেণ আহ্বান। অস্তে ব্যস্তে লক্ষ্মী দেবী জোড় করি হাত। বল আজ্ঞা কর প্রভু জগতের নাথ। শুন প্রিয়া কহি আজ তোমার নিকটে। অতিথ সেবিত মোর পরেছে শঙ্কটে॥ সাধু সেবা লাগি লোভ অর্থের কারণ। চোর বর আসী যাছে শিড়ের কারণ॥ অদ্য পায় ধন অদ্য চোর না পাইবে। আমার ভক্তের সেবা কেহ না করিবে॥ অত এব শুন লক্ষ্মী নাইক দৃষ্টিত। স্বর্ণ অলঙ্কা

স্ত্র পরি এসোহ ভূষিত ॥ চোর বৈসে বাঞ্ছা। সিদ্ধ কারণ।
দুই জনে। নতুবা কলঙ্কী হবে কহ বিদ্য মানে ॥ তবে ল
ক্ষী জোড় হাতে কয়ে নিবেদন। প্রস্তুত ভোগের দ্রিব্য ক
রহ ভোজন ॥ প্রভু কহে লক্ষ্মী দেবী কহি তব ঠাই। দস্যে
র ধরণে মোর ক্ষুধা তিক নাই ॥ শীঘ্র গতি এসো প্রিয়া
মোর শয্যা ভাণ্ডারে। চোরের মানস সিদ্ধ করি বার তরে
সব অলঙ্কার পরি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাজি ধ
রিলে আপনা। তবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বৃদ্ধাশির বেশে। তুর
নে ভূষিত হইয়া গেলা প্রভু পাশে ॥ দোঁহে আসি উপনি
ত অরণ্য মাঝারে। চলি জান দুই জনে বেন্য আনাকরে
দূরে হইতে দৈস্য বর দেখিতে পাইল ॥ পাইল মাহাজ
ন বলি লক্ষ্মান পুরিল। জেই মাত্র বাগ চোর করদু সন্ধান
ছল করি প্রভু কহে চোর বৃদ্ধ মান ॥ নামার নামার বৃদ্ধ ব্রা
হ্মণ জিবন। প্রাণ রক্ষ্যা করি লেহ জত আছে ধন ॥ সিদ্ধ
গতি দেহ মোরে জত ধণ আছে। অনেক অতিথ ঘরে অ
ভুক্ত রহিছে ॥ সহস্রেক মুদ্রা প্রভু দিলা চোর বরে। সন্তো
ষ হইয়া দৈস্য গেলা নিজ ঘরে ॥ জাই বার কালে চোর
কহয়ে ব্রাহ্মণে। জাবত নাআসি ফিরে রহিবে এখানে ॥
নৈলত্য কর হেথা হইতে নাজাবো পালায়ে। নতুবা তোমা
দিগে আমি রাখিবো বান্ধিয়া। বড় দয়াময় প্রভু ভক
ত বৎসল। নিশ্চয় রহিবো হেথা নাহবে চঞ্চল ॥ ক্রত
গতী আসি চোর আপন আলয়ে। নানা উপহার দে

র্য্য আনিলো কিনিয়া ॥ সাধু গণে পরি জাগ্ত করিয়া ক
স্তন। আস্তিক হইয়া নাচে আনন্দ মগনে ॥ পতিরে ক
হয়ে চোর শুন বিবরণ। আমার সংগতি এসো জন্ত
লরে ধন পেয়েছি অনেক রত্ন সাধুর কৃপায়। সিন্দু গ
তি এসো ধন আনিয়া দে তায় ॥ এতেক বলিয়া দোহে
বনে আগমণ। উপনিত হইল তথা আছিলা ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণির অংগে চোর কহেন ডাকাইয়া। সব অলঙ্কার মা
তা দেহোগো খুলিয়া ॥ তব অলঙ্কার প্রাপ্তে এই সত্য হ
বো। জন্মা বধি ভই ধনে সাধুরে সেবিবো ॥ জেই মাত্র
এই কথা কহে চোর বর। সাক্ষাত হইয়া কহে প্রভু গদা
ধর ॥ জেতক তোমার ভক্তা সাধুর সেবায়। সেই ফলে
চোর তুমি কিনিলো আমায় ॥ সস্তিক সহিত রথে ক
রো আরোহণ। সকায়ে বৈকুণ্ঠ পুরি চলহ এখন ॥ চুরি
করি সাধু সেবা করি চোর বর। অনা আসে চলি গেলা
বৈকুণ্ঠ নগর ॥ অচিন্ত অনন্ত সক্তী সাধুর মহিমা। ভক্তী
করি করে তার নাহিক তুলনা ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অঘটন ঘটায়েন তার পক্ষেণ।

কৃষ্ণ ভক্ত পাদ পদ্মে অসংক্ষ্য প্রনতি। ভক্ত কল্প তরু হ
ন্ অগতিরা গতি ॥ তির্থ কীতার্ত্ত করেন কাহা প্রাপ্ত হয়ে
কীতার্থ করেণ সাধু দরশণ দিয়ে ॥ গঙ্গা হরেণ পাপস
সি তাপ হরে। ধর্ম্মের নিকটে কল্প তরু থাকে দূরে ॥ সা
ধু সমাগম হলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়। কদাচ ইহাতে মন নাক

ক্র সংশয় ॥ অচিন্ত্য মাধুর্য্য শক্তি নাহিক উপমা। বেদাগে
মে জার শক্তি দিতে নারে সীমা ॥ ঘটাইলেন অঘটন ঘটা
ন্যে চাহিলে। বিধির লিখন খণ্ডে সাধু কৃপা হলে ॥ তা
হার দিষ্টান্ত কহু করি নিবেদন। অপুত্রক ছিল এক দেশে
র রাজন। দৈবে এক দিন পথে জান দেব ঋষি। অপুত্রক
নৃপ পাশে বল্যা যেন আসি ॥ প্রণতি মিনতি করি করে নিবে
দন। বিনা খাজাইয়া মুনিকে পাছে গমন ॥ নারদ কহেন
রাজা বৈকুণ্ঠ জাইব। সনাথেক নাথে গিয়া নয়াদিন হেরি
ব ॥ তবে নৃপ কহে মুনি নিবেদন করি। কিহবে আমার
প্রতি জিজ্ঞাসিবে হরি ॥ রাজা এক দিবেন কেন নাহি কোন
বংশ। পুত্র বিনে এই রাজ্য হইতেছে ধ্বংস ॥ শুনিয়া না
রদ মুনে দয়া উপজিল। হরি ধ্যান করি বৈকুণ্ঠে চলি
লা ॥ বৈকুণ্ঠে জাইয়া কৃষ্ণে প্রণতি করিয়া। প্রেমানন্দে ভা
সে মুনি কৃষ্ণ নিরখিয়া ॥ যেঁহ মুনি বর কহ মঙ্গল বারতা।
বহু দিন পরে তব আগমন হেতা ॥ তোমার কৃপাএ হরি
সর্ব্বত্র মঙ্গল। তুমি জার নাথ তার সর্ব্বত্র মঙ্গল। তবপা
দ পদ্মে এক করি নিবেদন ॥ অপুত্রক আছে নাথ ব্রহ্মক
রাজন। শুনি ভগবানে চন্দ্র কহেন বচন। রাজার ভাগ্যেতে
মুনি নাহিক নন্দন ॥ এই কথা কহো গিয়া নৃপবরাবর
ে আজ্ঞা বন্দিয়া মুনি চলিল সত্বর ॥ বৈকুণ্ঠ হইতে ম
র্ত্ত্যে করি আগমন। রাজার নিকটে মুনি দিলো দরশন ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শুন কহি তব স্থান। তোমার ভাগ্যেতে

রার্য্য নাহিক সন্তাপ ॥ শুনিয়া মুনির মুখে হইলা উদাস ।
থাকিলাম আমা হইতে জন্মের বিনাশ ॥ মনদুঃখে রাজ
সেবা করিতে লাগিল । দিবসে এক হরি দ্বিজ তথাই আই
ল ॥ সকলে বিচক্ষণ কহেন্দ্র কুমার ॥ কাল্পনিক প্রদেশী দেবে
করায় আহার । জত গুলী রুটি মুখে করিবা অর্পণ ॥ তত
গুটি হইবেক তাহার নন্দন । এই রূপ কহি সাধু কেন্দ্রে যা
ইল ॥ এ কথা শুনিতে পাইল । রাত অন্ত পাদুরে ॥ এই বা
নি শুনি রানি পাছুরে ডাকিল । ক্রোধ মেরে মুক্ত আর্ম্মিল
স্বশে আছেন ॥ তাহে কিছু করিয়া সাধু বিলম্ব করিয়া । ভো
জন করিতা কুটে রুটী নিবেদ্য দিয়া । সন্তোষ হইয়া বোধ
কহিলা । বচন ॥ ক্রোধে রুটি স্পর্শ ইন দুই হইবে নন্দন ॥ সেই ম
নি সাধুবর গেলা স্থানান্তর ॥ অতিশয় গমনে রাণি দুঃখিত
অন্তর । অনন্ত সাধুর আজ্ঞা না জায় খণ্ডন । সময়ের
মধ্যে হইল জনম নন্দন । সাক্ষাৎ ত্রাস দেখি রাজা না করে
আদর । সর্ব্বদা হইয়া থাকে দুঃখিত অন্তর । কারন নারদ
মুখে শুনি কৃষ্ণ আজ্ঞা । নিজ পাত্রালয় রাখিকরয়ে আবিজ্ঞা
দুইটি বালক জবে হল জ্ঞান বান ॥ অচ্ছেদ্য রাজার ঘরে করি
লেন স্থান । এক দিন রাজা আছে বসি সিংহাসনে । রা
নি দুই পুত্র তথা করিল গমনে । জোড় হস্তে কহে দুই
রাজার তনয় । অবিচারে হত ছেদ্য কেন মহাশয় । মো
রা দুই পুত্র তব শুনহ নৃপতি । পুত্র প্রতি স্নেহ নাই এবড়
অক্ষেতি । নৃপ কহে শুন বাপু অযোগ্য আমার । কহিব উচি

ন্তবাক্য করিয়া বাঁচায় । এত শুনি দুই পুত্র সক্রোধ অন্ত
রা । সিংহাসন নিবকাড়ি শুন নৃপবর ॥ নাকা দিব বাক্য
দ্রুল হয় নিঃসন্দেহে । হেন কার্য্যে নারদ যেঙ্কেন উপস্থি
ত । মুনিরে দেখিয়া রাজা করে অভ্যাহত । দণ্ডবৎ হ
ইয়া রাজা করিলা প্রনাম ॥ ভাল হইল এলে মুনি এহেন
সময় । বিচার পূর্ব্বক কহ যে উচিত হয় । ভগবত আজ্ঞা
মোরে কহিলে নিকটে । দুই পুত্রক লেখা আছে আমার ল
লাটে ॥ শুনিছি লোকের মুখে সাধু ঋষি জা । সেই অরে
দুই পুত্র পাই নির্বিঘ্ন হৈয়া । শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পুত্র না
হি হবে । সেথা দেওন । থাক্ আজ্ঞা কিমতে রাখিবে । এবড়
সংশয় মোর হইল মনেতে । ইহার বিভান্ত মুনি কহিবে
সাক্ষাতে । মুনি কহে ধৈর্য্য হেতু থাক দিন দুনে । শাস্ত্রা
ত সিদ্ধান্ত সব করিব স্মরণে ॥ যাত্রনা করিয়া গেলা বৈ
কুণ্ঠ ভুবন । উপনিত হইলা যথা বসি নারায়ণ । নারদে
দেখিয়া কৃষ্ণ হরিষ অন্তর । বসিতে আসন দিলো করিয়া
আদর । প্রণমিয়া মুনি বর জিজ্ঞাসে বারতা । শুনিলে
জগত গুরু জগতের পিতা । শ্রীমুখে কহিলে নাথ অমুক
রাজার । নাহিক সন্তান লেখা ললাটে তাহার । তব আজ্ঞা
বেদ আজ্ঞা মিথ্যা কী কারণ । এদিকি চক্র চক্র পানি কহবি
বরণ । রাজার ললাটে পুত্র নাহিকে নিশ্চয় । কেমতে হই
ল পুত্র কহ বিবরণ । মুনি কহে শুনিলাম নৃপ সন্নিধান ।
সাধু আশির্ব্বাদে দুটি হইয়াছে সন্তান । এই বাক্য শুনি

কৃষ্ণ কহে সত্যবটে। অগ্র এক লেখা ছিল রাজার ল
লাটে॥ আমার ভক্তের আজ্ঞায় হয়েছে সন্তান। ই
থে মোর দোষ নাহি কহি বিদ্যমান॥ মোর আজ্ঞা
হইতে মোর ভক্ত আজ্ঞা বড়। অন্যথা আমার আ
জ্ঞা ভক্ত আজ্ঞা দিড়॥ ভক্ত আজ্ঞা রাখি বারে মো
রা দুই জন॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই লিইলাম জনম
আপন পতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বারে পারি॥ ভক্তের পি
তিজ্ঞা ভঙ্গ করি বারে নারি। ভক্ত মোর মাতা হল
ভক্ত মোর পিতা॥ ভক্তের পিতিজ্ঞা আমি না করি
অন্যথা। বেদ বিধি বহি দূত ভক্তের লক্ষণ॥ পৃথি
বির মধ্যে মোর ভক্ত প্রিয়তম। হরি হরি দাসে
ভেদাভেদ কভু নয়। ভক্তের দর্শনে মুনি প্রাপ্তি
মোরে হয়॥ ভক্ত গর্ব্ব বত্তি আমি গর্ব্ব তার থাকী
তাহার সুখেতে আমি সদা হই সুখি॥ মারি ভুক্ত
দ্রব্য তৈজেছে সুখের পালন। ভক্তেরে দুষ্জানে হয় আ
মার ভক্ষণ॥ মোর নিন্দা করে জদা না হয় বিনা
শ। ভক্ত নিন্দা করে তার করিব বিনাশ॥ ভক্তের
লাগিয়া মোর নানা অবতার। সে জলে উদভব
ভক্ত সে জল উদ্ধার॥ ভক্তের হৃদয়ে মোর সদা হ

য় বাস। অন্যথা নাহিক ইথে করিহ বিশ্বাস ॥ অত এব মোন তোরে করিয়া মিনতি। ভক্তের পদারবিন্দে রাখিবে ভকতি ॥ কে কহিতে পারে কৃষ্ণ ভক্তের মহিমা। অং যং ভাগ বান শুন কহিতে সীমা ॥ অধম বিনোদ দাস পাপী দুরাচার। ক্ষেমি অপরাধ দিলে করিয়া নিস্তার ॥

পুস্তক সমাপ্ত ইতি সন ১২৫৭ বারসত সাতান্ন সাল
তাং ২ শ্রাবণ মঙ্গলবার